দানের তারিখ	গ্রহণের তারিখ	পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	তা

শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা

———:※:———

"পূজনীয় গুরুদাস," "ধর্ম্মজীবন" এবং
"উচ্ছ্বাস পঞ্চক" প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা
শ্রীজ্ঞানানন্দ রায় চৌধুরী
প্রণীত ও প্রকাশিত
৭৭।১ নং হরিঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীপূর্ণচন্দ্র মান্না,
বেঙ্গল প্রেস,
৭৭নং হরিঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা,
শকাব্দা ১৮৪৮।

মূল্য ৸০ বার আনা

Even the loftiest philosophy of the Europeans, the idealism of reason, as it is set forth by the Greek philosophers appear in comparison with the abundant light & vigour of Oriental idealism like a feeble Promethean spark in the full blood of heavenly glory of the noonday Sun, faltering and feeble and ever ready to be extinguished.

Freidrich Schlegel.

উৎসর্গ পত্র

স্বর্গীয়া সুখদা দেবী

শ্রীচরণেষু

মা !

কয়েক বৎসর অতীত হইল পাঁচটি বিষয় অবলম্বনে এ অকিঞ্চনের মনে যাহা জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া পিতৃচরণে উৎসর্গ করিয়াছি।

জন্মস্থান শিমুলগড়ের বাটীতে যে মনোমুগ্ধকর মদনগোপাল মূর্ত্তিকে তুমি ভক্তিভরে প্রণাম করিতে শৈশবে শিখাইয়াছিলে, আমার পিসি মা যে দেবতার গৃহে তন্ময় হইয়া দিন যাপন করিতেন, স্থানান্তরে সংসার সমুদ্রে ডুবিয়া থাকিয়াও বৃদ্ধ বয়সে সেই অপূর্ব্বরূপ সর্ব্বক্ষণে হৃদয়ে জাগিয়া উঠে ও সেই দেবতার চরণে আত্মাহুতি দিতে ইচ্ছা হয়। শ্রীবৃন্দাবনবিহারী সেই গোপালের কিঞ্চিৎও গুণগান করি এ অকিঞ্চনের সে সাধ্য নাই, তবে তাঁহার সম্বন্ধে যে ধারণা হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া আছে, তাহাই মাত্র লিপিবদ্ধ করিয়া তোমার চরণে নিবেদন করিলাম। ইহা তোমার আদরের পুত্রের যত্নের সামগ্রী। তোমার জীবদ্দশায় আমি তোমার কোনও প্রকার সহায়তা করিতে পারি নাই সেজন্য সর্ব্বদাই দুঃখিত থাকি।

তোমার "জ্ঞানী"

বিজ্ঞাপন

জন্মান্তর সহস্রেষু তপোধ্যান সমাধিভিঃ।
নরাণাং ক্ষীণ পাপাণাং কৃষ্ণে ভক্তি প্রজায়তে।
নারদ।

কোন বিষয় অবলম্বন করিয়া যে যাহা বলে বা লিখে তাহা তাহার প্রকৃতি, জ্ঞান ও শক্তি অনুযায়ী। সুতরাং দুর্ব্বোধ্য মহাগ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত্ অবলম্বনে শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণ ও কর্ম্ম সম্বন্ধে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে হৃদয়ের যে ধারণা লিপিবদ্ধ করিলাম তাহা মদীয় শক্তি, জ্ঞান ও প্রকৃতি অনুযায়ী। বহু সাধনা ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণ লীলা হৃদয়ঙ্গম হয় না। মৎস দৃশ অকিঞ্চনের এবম্বিধ বিষয়ের চর্চ্চা অতি সাহসের কর্ম্ম। তবে শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা সর্ব্বদাই স্বভাবতঃ শুভফলপ্রদ এবং সাংসারিক ক্লেশ ও পাপক্ষয়কর। এই জন্য ব্যাকুল হৃদয়ে এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ। পণ্ডিত মণ্ডলীর নিকটে ইহাতে বহু ত্রুটি লক্ষিত হইবে। তাঁহাদের নিকট সানুনয়ে প্রার্থনা, তাঁহারা যেন কৃপা করিয়া এই সাংসারিক সুখাসক্ত ত্রিতাপপীড়িত অকিঞ্চনের অপরাধ মার্জ্জনা করেন।

আমার একটি প্রধান সম্পত্তি, এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি, মুদ্রাঙ্কনে আমার চতুর্থ পুত্র শ্রীকৃষ্ণচরণাশ্রিত কৃপাপ্রার্থী শ্রীমান্ কমলাকিঙ্কর দেব শর্ম্মা এম, এ, যথা সাধ্য শ্রম ও সহায়তা করিয়াছেন। ইতি ২৯শে আশ্বিন সন ১৩৩৩।

শ্রীজ্ঞানানন্দ দেব শর্ম্মা (রায় চৌধুরী)
৭৭।১ নম্বর হরি ঘোষের ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা *

——○✻○——

শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্‌রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥ †

৪০।৩৩।১০ম স্কন্ধঃ শ্রীমদ্ভাগবতম্

মহর্ষি বেদব্যাসের মতে দ্বাপরের শেষভাগে স্বয়ং সচ্চিদানন্দবিগ্রহ গর্ব্বিত দৈত্যগণে সমাচ্ছন্ন ভূরিভারে আক্রান্তা ধরণীর ভার হরণের উদ্দেশ্যে ইচ্ছাময় দেহধারণ করিয়া বা মায়ামনুষ্যাকারে যদুকুলে বসুদেবের ও দেবকীর পুত্ররূপে আকার ধারণ করেন ও সেই বিগ্রহের

* উৎসব পত্রিকা, সন ১৩৩২ শ্রাবণ এবং অগ্রহায়ণ।

† যে পণ্ডিত বিশ্বাসান্বিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের এই বিশিষ্ট লীলা শ্রবণ, অনন্তর বর্ণন করেন, তিনি অচিরে ভগবানে গোপিকানুসারিত্ব হেতু সর্ব্বোত্তম জাতীয়া প্রেমলক্ষণা ভক্তি নূতন ভাবে প্রতিক্ষণ লাভ করিয়া হৃদয় রোগ কামকে অবিলম্বে পরিত্যাগ করেন।

বা শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যুৎপাদনার্থে শ্রীরাধারও আবির্ভাব হয়। সেই শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীরাধার প্রকৃত আকার নির্দ্ধারণ বহু চিন্তার ও আলোচনার বিষয়। সে সম্বন্ধে নানামত আছে। উহাতে ভূতভৌতিক পদার্থের সম্পর্ক নাই, উহা চৈতন্য আত্মা সংযুক্ত কার্য্যনিষ্পাদনোপযোগী হস্ত পদাদি অবয়ব বিশিষ্ট দেহ। এক্ষণে আমাদের বিষয়ীভূত রাসলীলা (১) কি? ইহাই বিবেচ্য। ইহা কি শারদ-পূর্ণিমার নিশায় শ্রীবৃন্দাবন নামক ভারতবর্ষের ভূখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার সহিত যুক্ত হইয়া ও গোপীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া যে প্রকারে, যে ভাবে নিশাগত বিহার করিয়াছিলেন বলিয়া সাধারণ লোকে বুঝে—তাহাই? অথবা রাসলীলা একটি স্বতন্ত্র গূঢ় ব্যাপার? শ্রীমদ্ভাগবতের বিখ্যাত টীকাকার শ্রীধর স্বামী প্রভৃতি চিন্তাশীল ও ভক্ত মনীষিগণ এই রাসলীলা নানাভঙ্গীতে ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন।

অজ্ঞানের মন তিমিরে আবৃত থাকিয়া আত্মহৃদয়ের অন্তস্তলে এই রাসলীলা সম্বন্ধে যে ধারণা বদ্ধমূল হইয়া আছে, মনের আবেগে তাহারই যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা ও প্রকাশ করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

ভারতের অতীত এক যুগে দর্শনের, বিজ্ঞানের ও ধর্ম্মের চর্চ্চা সমভাবে অতি প্রবল হইয়াছিল। যোগবলে দশেন্দ্রিয়কে একমুখী করিয়াই হউক, আলোচনা দ্বারাই হউক আর যন্ত্রের সাহায্যেই হউক, ভারতের মনীষিগণ তাঁহাদের অর্জ্জিত সমস্ত যৌগিক, দার্শনিক ও

(১) রাসলীলা—রসো মুখ্যরসঃ শুদ্ধঃ প্রেমা স এব রাসঃ তদ্রূপো
য উৎসবঃ তত্তৎ প্রেম পোষণময়ঃ লীলা।
রস = All forms of bliss.

বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, জগদীশ্বরের সৃষ্টিরহস্য স্বয়ং ও জনসাধারণের বোধগম্য করিবার জন্য সংযুক্ত করিয়াছিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে ভক্তির সাহায্যে বিশ্বনিয়ন্তার জীবের প্রতি যে অসীম ভালবাসা তাহাও বুঝিয়াছিলেন ও বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। সেই অপরিমেয় ভক্তি, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও যৌগিক জ্ঞান অদ্ভুত উপায়ে একত্র করিয়া, মধুমকরধ্বজ মিশাইয়া সংসার ক্লেশদগ্ধ জীবকে নীরোগ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন মার্গাবলম্বী যৌগিক, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণের সেই একই প্রকারের চেষ্টা বা উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহাদের উদ্দেশ্য ও চেষ্টা য়ুরোপীয় যৌগিক, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণের চেষ্টা বা উদ্দেশ্য হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। অতীত মহাসমরে আমরা তাহার পরিচয় পাই। ঐ মহাসমরে য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহাদের অভিজ্ঞতা কি প্রকারে নিয়োগ করিলে বিপক্ষ যোদ্ধৃগণ অনায়াসে নিমেষের মধ্যে বিনাশ হইতে পারে তাহাই তাঁহাদের একান্ত চেষ্টা ছিল, আর ভারতের যুগযুগান্তের মহর্ষিগণ তাঁহাদের বৈজ্ঞানিক ও যোগলব্ধ জ্ঞানের দ্বারা বিশ্বস্রষ্টাকে ও সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝিবার জন্য একান্ত শ্রম ও চেষ্টা করিয়াছিলেন। অধিকন্তু ভগবান যে ভক্তবৎসল, পরম কারুণিক, পরম প্রেমিক, তিনি যে তাঁহার সৃষ্টির সহিত বাৎসল্য ও প্রেমসূত্রে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ ও সেই প্রেম বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ছড়াইয়া দিবার জন্য অনুক্ষণ ব্যস্ত, তাহাই ব্যাসদেবের ও তাঁহার ন্যায় মহর্ষিগণের, অল্পায়ু, সুমন্দমতি ব্যক্তিগণের বোধগম্য করা উদ্দেশ্য ছিল। সেই উভয়বিধ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শ্রীমদ্ভাগবত মহাগ্রন্থের সৃষ্টি। রাসলীলা সেই মহাগ্রন্থের কিঞ্চিৎ অংশবিশেষ।

শ্রীমদ্ভাগবতকার শ্রীকৃষ্ণেই যে, সৎ চিৎ ও আনন্দ ঘনীভূতভাবে বর্ত্তমান তাহা সর্ব্বত্র স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। মাধব শ্রীকৃষ্ণের অপর একটি নাম। সেই মাধব রাধার সহিত নিত্য সংযুক্ত। একজন বৈজ্ঞানিক ভক্ত শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের দ্বাত্রিংশৎ অধ্যায়ের কোন একটি শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া ঋক্ পরিশিষ্ট বচন উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন—"রাধয়ামাধবোদেবো মাধবেনৈব রাধিকা বিভ্রাজন্তে জনেষ্বা" অর্থাৎ এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্রই রাধামাধব। শ্রীমৎ কিশোর প্রসাদ তাঁহার কৃত বিশুদ্ধ রসদীপিকা নামক ভাগবতের টীকায় লিখিয়াছেন—"ভগবতঃ নিজভাগ্যশেবধি পরমাবধি রূপয়া শ্রীরাধয়া নিত্যযুক্ত" অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সহিত নিত্যই যুক্ত আছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও স্বীকার করেন যে বস্তু ও চৈতন্য নিত্যযুক্ত। (২) অর্থাৎ চৈতন্য, বস্তু ব্যতীত থাকিতে বা কার্য্য করিতে পারে না, বস্তুও চৈতন্য ব্যতীত থাকিতে বা কার্য্য করিতে পারে না।

ব্যাসদেবের মতে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যের ও কৈশোরের লীলাভূমি শ্রীবৃন্দাবন। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, এই লীলাভূমি কি সত্য সত্যই ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের বর্ত্তমান বৃন্দাবন সহর, অথবা ঐ স্থানের নানা বিশেষত্ব বিচার করিয়া ঐ স্থান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবৃন্দাবন বলিয়া মনোনীত করা কল্পনাসম্ভূত? শ্রীমদ্ভাগবতের বিখ্যাত টীকাকার শ্রীমৎ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার কৃত সারার্থদর্শিনীতে শ্রীবৃন্দাবনভূমির ভগবানের ন্যায় সর্ব্বব্যাপিত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন—

---

(২) "Matter cannot exist and be operative without spirit nor spirit without matter." Goethe.

"ভগন্মূর্ত্তেরিব বৃন্দাবনভূমি।" আবার স্কন্দ পুরাণে "বৃন্দাবনং ব্রহ্মরুদ্রাদি সেবিতং" এবং "মেদেহরূপকং" বা ভগবানের দেহস্বরূপ বলিয়া গিয়াছেন। (৩) সুতরাং প্রকৃতপক্ষে শ্রীবৃন্দাবনভূমি উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের বর্ত্তমান বৃন্দাবন সহর নহে। শ্রীবৃন্দাবনভূমি ব্রহ্মরুদ্রাদি সেবিত শ্রীবৃন্দাদেবী সমাশ্রিত সর্ব্বদেবময় রম্যবন। উহা শ্রীহরির অধিষ্ঠিত স্থান। মথুরাপুরী ও দ্বারাবতীও তদ্রূপ স্থান। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের, শ্রীবৃন্দাবনে, মথুরায় ও দ্বারকায় ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের লীলাই বোধ হয়, শ্রীভগবানের এই দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান জগৎব্রহ্মাণ্ডে প্রেম বা লীলারস পোষণার্থ গূঢ় ও অপূর্ব্ব ক্রিয়া কলাপ।

---

(৩) ততো বৃন্দাবনং রম্যং মমধামৈব কেবলং।
অত্র যে পশবঃ পক্ষিমৃগাঃ কীটা নরামরাঃ।
যে বসন্তি মমাধিষ্ঠে মৃতা যান্তি মমালয়ং।
তত্র যা গোপকন্যাশ্চ নিবসন্তি মমালয়ে।
যোগিন্যস্তা ময়া নিত্যং মমসেবা পরায়ণাঃ।
পঞ্চযোজন মে বাস্তি বনং মে দেহরূপকং।
কালিন্দীয়ং সুষুম্নাখ্যা পরমামৃতবাহিনী।
অত্র দেবাশ্চ ভূতানি বর্ত্তন্তে সূক্ষ্মরূপতঃ।
সর্ব্বদেবময়শ্চাহং ন ত্যজামি বনং কচ্চিৎ।
আবির্ভাবস্তি বো ভাবো ভবেন্মেত্র যুগে যুগে।
তেজোময়মিদং রম্যমদৃশং চর্ম্মচক্ষুষা॥

স্কন্দপুরাণ—মথুরামাহাত্ম্য।

এক্ষণে বিবেচ্য এই, যে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা কতকালব্যাপী এবং উহা কি কেবলমাত্র শারদ-পূর্ণিমার রাত্রিতে হইয়াছিল? স্বয়ং ব্যাসদেব তাঁহার গ্রন্থের দশমস্কন্ধের ত্রয়স্ত্রিংশৎ অধ্যায়ে লিখিয়াছেন—"ব্রহ্মরাত্র উপাবৃত্তে বাসুদেবানুমোদিতাঃ।" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের এই রাসলীলা একব্রহ্মরাত্রব্যাপী। টীকাকার শ্রীধর স্বামী এই ব্রহ্মরাত্র শব্দের "ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত" অর্থ করিয়াছেন। শ্রীমজ্জীব গোস্বামী প্রভৃতি স্মরণীয় টীকাকারগণও তন্মতানুযায়ী। চারি শত বত্রিশ কোটি বর্ষে ব্রহ্মার এক অহোরাত্র। সুতরাং ব্রহ্মের এক রাত্র যুগসহস্রব্যাপী। অপর দিকে টীকাকার শ্রীযুক্ত শুকদেব গোস্বামী স্বকৃত সিদ্ধান্তপ্রদীপে মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন—"শ্রীকৃষ্ণ শশাঙ্কস্যাংশুভিঃ কিরণৈর্ব্বিরাজিতাঃ সর্ব্বানিশাঃ সিষেবে।" সুতরাং আমাদের বুঝিতে হইবে এই রাসলীলা শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকর্ম্ম। যখন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, যখন শ্রীরাধা তাঁহারই শক্তিসার ও অর্দ্ধাঙ্গী, যখন শ্রীবৃন্দাবনভূমি ভগবানের মূর্ত্তির ন্যায় সর্ব্বব্যাপী, আর যখন সূর্য্যদেব দেবী জানকীকে ও তাঁহার হৃদয়ানন্দবর্দ্ধনকারীকে স্বীয় মণ্ডলের মধ্যে স্থাপন করিয়া অবিরত বেষ্টন করিতেছেন (৪). তখন সূর্য্যদেবের ন্যায় সর্ব্বক্ষণই শ্রীকৃষ্ণের এই রাসলীলা হইতেছে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। ইহাও স্বতঃসিদ্ধ যে এই রাসমণ্ডলীতে গোপীগণ প্রতিনিয়ত ঘুরিতেছেন আর সেই গোপীমণ্ডলীর মধ্যে সেই রাধারমণ, প্রেমময়, কৃপাময়, পরমব্রহ্মরূপী শ্রীহরি ইচ্ছানুরূপ শরীর ধারণ করিয়া লক্ষ্মীদেবীসহ সর্ব্বক্ষণে বিরাজ করিতেছেন—"গোপীমণ্ডলীমধ্যগো হরিঃ।"

---

(৪) সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থং রামংসীতাসমন্বিতং। নারদ

পুনরায় বিবেচ্য এই, এই গোপমণ্ডলীর সংখ্যা কত? এই সংখ্যা নির্ণয় দুরূহ (৫)। তবে আমাদের মনে হয়, রাসমণ্ডলীতে শ্রীকৃষ্ণ অসংখ্য গোপীগণে নিত্য পরিবেষ্টিত। শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার সারার্থদর্শিনীতে লিখিয়াছেন যে ভক্তি শাস্ত্রানুসারে "প্রমদা শতকোটিভিরাকুলিতে, তাসাং মধ্যে ষোড়শ সহস্রাণি গোপ্যা মুখ্যতরা স্তাসামেব মধ্যে অষ্টাবেতা মুখ্যতমাঃ অষ্টানামপি মধ্যে দ্বে অতি মুখ্যত্তমে, তয়োরপি মধ্যে শ্রীরাধা সর্ব্বমুখ্যতমা।" অর্থাৎ শতকোটি প্রমদাগণে শ্রীকৃষ্ণ বেষ্টিত, এই শতকোটি প্রমদাগণের মধ্যে ভক্তির তারতম্য অনুসারে ষোড়শ সহস্র গোপী শ্রেষ্ঠ, তন্মধ্যে আটটি গোপী আরও শ্রেষ্ঠ, এই আটটির মধ্যে দুইটি অধিক শ্রেষ্ঠ, এবং এই দুইটির মধ্যে শ্রীরাধা সর্ব্বমুখ্যতমা। সুতরাং ইহা অনুমান করা যাইতে পারে যে শ্রীরাধা, শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বনিকটে অবস্থিতি করিতেছেন বা সদাযুক্ত, এবং কোটি কোটি শুদ্ধ প্রেমিকা প্রমদাগণ তাঁহাকে রাসমণ্ডলীতে চক্রবৎ নিত্য বেষ্টন করিতেছেন আর বেষ্টনকালে "দেহি দাস্যম্—দেহি পদপল্লবম্" এই বাক্য অবিরত উচ্চারণ করিতেছেন। বিশুদ্ধ রসদীপিকার টীকাকার "গোপীনাম" শব্দের "গোপজাতিস্ত্রীণাং তৎপতীনাং গোপজ্জাতি পুরুষাণাং তথা সর্ব্বেষাং গোমৃগাদিদেহীনাং পরিকরাণাং দেহভাক্সন্" এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীমদ্বল্লভাচার্য্য মহাশয় ও অপরাপর টীকাকারগণও ঐ মর্ম্মে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সকল টীকাকারগণের ব্যাখ্যার স্থূলার্থ বিবেচনা করিলে আমাদের মনে হয়, দেহীমাত্রেই এই রাসমণ্ডলীতে শ্রীকৃষ্ণকে বেষ্টন করিতেছে। এই বিস্তৃত ব্রহ্মাণ্ডে দেহীর

---

(৫) শতকোটিতয়াতাসাং সংখ্যাং কঃ কর্ত্তুমর্হতি?

যে তারতম্য আছে তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। কর্ম্মানুসারে ও নারায়ণে দেহীর ভক্তির তারতম্যানুসারে কেহ বা শ্রীকৃষ্ণের নিকটে থাকিয়া (৬) তাঁহাকে চক্রাকারে বেষ্টন করিতেছে, কেহবা দূরে থাকিয়া রাসচক্রে ঘুরিতেছে—"নিত্য বিহারং কুরুতে প্রভু।" (৭) কেবলমাত্র মানব-মানবীর ইহা নিত্য কর্ম্ম নহে। গো মৃগাদি জন্তুগণেরও ইহা নিত্য কর্ম্ম। বৃক্ষ-লতাদিরও ইহা নিত্য কর্ম্ম। মানব-মানবীর মধ্যে যেমন সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের তারতম্যানুসারে উত্তম, মধ্যম ও অধম আছে, জন্তুগণের মধ্যেও সেই নিয়ম, বৃক্ষলতাদিগণের মধ্যেও সেই নিয়ম। এই ভারত-ক্ষেত্রের মহর্ষিগণ লতাবৃক্ষাদিগণের গুণের বিচার করিয়া তুলসী, চম্পক, দ্রোণ, অপরাজিতা, করবীর, কদম্ব, বকুল, পাটল, পঙ্কজ প্রভৃতি সর্ব্বকামদা বৃক্ষ-লতা নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন। ফলে মানব, পশু, কীট, পতঙ্গ, স্থলজ, জলজ, লতাবৃক্ষাদি সকলেই সেই রাধাকৃষ্ণের—সেই প্রকৃতিপুরুষের—সেই বস্তুচৈতন্যের যুগলমূর্ত্তিকে চক্রাকারে অবিরামে বেষ্টন করিতেছে। সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ত্রিভুবনে রাসলীলার

---

(৬) কথিত আছে এই গোপীগণই ত্রেতাযুগের দণ্ডকারণ্যের ঋষিগণ। ঋষির আকারে তাঁহারা শ্রীরামচন্দ্রের সহিত যুক্ত হইতে না পারিয়া দ্বাপরে গোপীরূপে শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীবৃন্দাবনে একত্র হইয়াছিলেন।

(৭) আবির্ভাবং দ্বাপরান্তে বিহারন্তু করোতি সঃ।
অন্যদান্তর্হিতো নিত্য বিহারং কুরুতে প্রভুঃ॥
কুঞ্জে কুঞ্জে চতুর্ব্বেদ পুরাণ ভ্রমরাকুলে।
বৈকুণ্ঠাদপি সঙ্গোপ্য সম্ভোগস্থিতমীশ্বরম্॥

শ্রীকৃষ্ণযামল।

বিকাশ হয়, এবং মহাপ্রলয়ে উহা লোকলোচনের অদৃশ্য হয়। অর্থাৎ প্রলয়কালে কেশব ও বৃষভানুনন্দিনী তমোগুণের আশ্রয় লইয়া অন্তর্দ্ধান হন বা অতি সূক্ষ্মতম অবস্থা অবলম্বন করেন—"যা প্রলয়ে সূক্ষ্মাস্থিতা।" তদবস্থায় তিনি আর কাহাকেও দেখা দেন না। তখন আর বিরহ-বিহ্বলা ত্রিশতকোটি প্রমদাগণ, ষোড়শ সহস্র মুখ্যা গোপীগণ, শ্যামলা, শৈব্যা, ললিতা, বিশাখা প্রভৃতি মুখ্যতমা অষ্টগোপী, সর্ব্বশ্রেষ্ঠা চন্দ্রাবলী পর্য্যন্ত বহু সাধ্যসাধনায় ও চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদনের দ্বারা সেই বৃজিনার্দ্দনের দর্শন পান না। তবে ত্রিতত্ত্বরূপিণী—মায়াবিনী—নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বরী শ্রীরাধা নাকি তাঁহার সহিত সদাযুক্তা—পরস্পর পরস্পরকে অনুক্ষণ আলিঙ্গন করিয়া অভেদভাবে বিরাজ করা উভয়ের নিত্যকর্ম্ম, তাই কেশব বৃষভানুনন্দিনীকে লইয়া ও বৃষভানুনন্দিনী তাঁহার সর্ব্বেশ্বর কেশবকে লইয়া চতুর্দ্দশ ভুবনের ঊর্দ্ধলোকে—ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে—অতি নিভৃতস্থানে—অতি সূক্ষ্মাবস্থায় অহঙ্কার তত্ত্বে বিলয় প্রাপ্ত হন, চর্ম্মচক্ষুর গোচরীভূত হন না। মুখ্যতরা—মুখ্যতমা—গোপাঙ্গনাগণের বহু অনুনয়বিনয়ে, ক্রন্দনে পর্য্যন্ত কর্ণপাত করেন না, কিছুতেই দেখা দেন না। শ্রীরাধা-গোবিন্দের এই লুকান অবস্থাই, এই গুপ্ত ভাবই, হয়ত যোগীশ্বর মহামুনি কপিলের জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে গুণত্রয়ের সমভাবাবস্থা—সত্ত্ব-রজ-তমগুণের সাম্যাবস্থা। অথবা শ্রীকৃষ্ণের গুপ্তাবস্থার পূর্ব্বভাবই হয়ত পবিত্র তান্ত্রিক ভক্ত ও সাধকগণের কল্পিত অমাবস্যার মহানিশার অদ্ভুত মহেশ-মহেশানি মূর্ত্তি। শ্রীবৃন্দাবনবাসিনী জাতি-জুতী-মালতী-মাধবী-কণ্টকী-চম্পক প্রেমাদি উদ্দীপনকারী বন-ফুলমাল্যে শোভিতা, মনোহর-মনোহরা, পূর্ণিমার রাত্রিতে পূজিতা

শ্রীরাধাকৃষ্ণ তখন মায়াবশে বা তমোগুণের প্রভাবে অভিনব রূপধারণ করিয়া ছিন্নশবমুণ্ডে ভূষিতা হইয়া, বর্ণিনী-ডাকিনীযুক্তা, দিগম্বরী, খড়্গ-হস্তা, বিপরীত রতাতুরা ভাবে ত্রিলোকের অতীত বীভৎসিত শিবাশব্দে নিনাদিত মহান্তভূমি মহাশ্মশানের দেবী ও দেবতা—অমাবস্যার নিশায় পূজিতা, জবাকরবীর পুষ্পে সজ্জিতা ব্রহ্মময়ী এবং সদাশিব—কালিকা ও মহাদেব। মহাপ্রলয়কালে সকলই বিপরীত কাণ্ড—সকলই ভয়াবহ দৃশ্য। তদবস্থা মনের গোচরে আনা দুঃসাধ্য। শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলাবশে লুকাইলে কাহার সাধ্য তাঁহাদের সহজে খুঁজিয়া বাহির করে, বা সে ভাব কল্পনায় আনে?

এদিকে দেখা যায়, বিভিন্ন প্রকারের বস্তুর রাসায়নিক মিশ্রণ কালে যে পরিমাণ অত্যল্প বস্তুর প্রয়োজন হয়, সেই পরিমাণ অত্যল্প বস্তু পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত ডালটন (Dalton) সাহেব সর্ব্বপ্রথমে বস্তুর পরমাণুর (atom) ন্যূন পরিমাণ ইহাই নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। সেই আবিষ্কারের বহুদিবস পরে কুমারী কারী, ডালটনের আবিষ্কৃত পরমাণুগুলি যে সদা পরিবর্ত্তনশীল এবং সহস্রাধিক সমবস্তুর অংশে গঠিত ইহা যন্ত্রের সাহায্যে প্রতিপন্ন করেন। ঐ অংশগুলিতে বৈদ্যুতিক শক্তি অতি প্রবল। এইজন্য ঐ অংশগুলিকে ইলেক্‌ট্রণ (electron) নামে অভিধেয় করেন। ইলেক্‌ট্রণগুলি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হয়। ঐ ইলেক্‌ট্রণে গঠিত পরমাণুসকল যে সতত চক্রাকারে ঘুরিতেছে ইহাও বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রমাণিত হইয়াছে। যেমন গ্রহগণ সূর্য্যদেবকে নির্দ্দিষ্টরূপে চক্রাকারে পরিভ্রমণ করিতেছে সেই প্রকারে ইলেক্‌ট্রণে গঠিত পরমাণু সকল একটি বীজকে (nucleus) মধ্যে

রাখিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে অবিরামে চক্রাকারে ঘুরিতেছে। সম্প্রতি ইংলণ্ডের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক স্যর অলিভার লজ্ (Sir Oliver Lodge) আবিষ্কার করিরাছেন যে মানবদেহের, অপরাপর নীচজাতীয় জন্তুদেহের সহিত অনেক পরিমাণে সৌসাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু তাহাদের মানসিক গুণ যে পরিমাণে বিকশিত ও পরমেশ্বরের গুণের সহিত সমভাবাপন্ন, অপর কোন প্রকারের জন্তুর তাহা নহে। যখন সেই মানবদেহ ইলেক্‌ট্রণ সমূহে গঠিত আর যখন মানবজাতির মানসিক গুণভাগ অত্যন্ত অধিক তখন যে কেবলমাত্র মানবজাতিই কেন্দ্রস্থ বীজের অতি নিকটে স্থাপিত ও অপরাপর জীবজন্তুগণ অপেক্ষাকৃত দূরে স্থাপিত, ইহা বিজ্ঞান ও সর্ব্ববাদিসম্মত। যদি সেই কেন্দ্রস্থ বীজ স্বয়ং ভগবান হন তাহা হইলে ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে ইলেক্‌ট্রণ চক্রে পরিভ্রাম্যমান জীব ও বস্তু সকলের মধ্যে মানবগণের স্থান সর্ব্বনিকটে, নীচজন্তুগণের স্থান কিঞ্চিৎ অধস্তরে, বৃক্ষলতাদির স্থান আরও অধস্তরে, অপরাপর পদার্থের স্থান তদধিক অধস্তরে। স্যর অলিভার লজের উক্ত প্রকারের ইলেক্‌ট্রণগুলির গতি ও ভ্রমণ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা পাঠ করিয়া ও তাহাতে মহাগ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতের রাসলীলার গূঢ়ার্থের ভক্তি ও প্রেমরস বিবর্জ্জিত যৎকিঞ্চিৎ আভাস আছে বিবেচনা করিয়া আমরা স্যর অলিভারকে ঐ গ্রন্থের রাসলীলা অধ্যায়ের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাঠ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পত্র লিখি। প্রত্যুত্তরে আমরা অবগত হই যে স্যর অলিভার অতি প্রাচীন ও সংস্কৃত ভাষায় একেবারে অনভিজ্ঞ। সুতরাং তাঁহার শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার গূঢ় অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিবার সম্ভাবনা নাই। ভারতের যুগযুগান্তরে দর্শনশাস্ত্রের ও বিজ্ঞানের চর্চ্চা যে কত

অধিক হইয়াছিল তাহা শ্রীমদ্ভাগবত ও অসংখ্য তন্ত্রশাস্ত্র পাঠ করিলে য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণের নিশ্চয়ই অভিনব জ্ঞানোদয় হইবে এবং সেই জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বনিয়ন্তার প্রতি ভক্তির উদয় হইবে। স্যর অলিভারের এদেশীয় ঋষি যোগিগণের মানসিক শক্তিতে ও জ্ঞানে যে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা আছে, একথা তাঁহার ভারপ্রাপ্ত লেখকের পত্রোত্তরে প্রমাণিত হইবে। এইজন্য আমরা তাঁহার পত্রের প্রতিলিপি নিম্নে * উদ্ধৃত করিয়া রাসলীলা প্রবন্ধের পরিসমাপ্তি করিলাম। শ্রীকৃষ্ণ সহস্র সহস্র প্রকারের বৃক্ষ ত্যাগ করিয়া কেন যে কদম্ব বৃক্ষের আশ্রয় লইতে ভাল বাসিতেন, আর কি নিমিত্তই বা তিনি তাঁহার অপূর্ব্বরূপ ধারণ করিয়া প্রতিনিয়ত তাঁহার মধুর বীণা সহযোগে ওঁকার শব্দ করিতে মত্ত, এবং কেনই বা শ্রীরাধাকে একমনে অনিমেষ লোচনে নিরীক্ষণ করিতে ভালবাসেন, এই সকলের এবং শ্রীকৃষ্ণের আকার সম্বন্ধে যথাজ্ঞানে আমরা পরে ক্রমে ক্রমে কিঞ্চিৎ চর্চ্চা করিব। শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।

---

* BRADFORD,

Dear Sir, 15th. November, 1923.

Sir Oliver Lodge has received your interesting letter and thanks you for sending it. But he does not know Sanskrit—nor do I—so he cannot read the book you mention by Srimut Bhagabhat; but he quite believes that the great Yogis reached unusual states of concious-ness and that we have much to learn from the East.

Yours faithfully
J. Arthur Hill.

শ্রীকৃষ্ণের বেণু

——ঃ*ঃ——

দেবালয়-বিশেষে লক্ষিত হয়, শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীরাধার অপূর্ব্ব মূর্ত্তি বিসংযুক্ত বা খণ্ডিতরূপে স্থাপিত এবং কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের করকমলেই বীণাযন্ত্র সন্নিবিষ্ট। কৃষ ও ণ এই দুই শব্দ হইতে "কৃষ্ণ" শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। কৃষ শব্দের অর্থ ভূ এবং ণ-এর অর্থ নিবৃত্তি। এই দুই শব্দের যুক্ত অর্থ ধরিলে কৃষ্ণ শব্দে সচ্চিদানন্দ পরমব্রহ্মকে বুঝায়।

কৃষি ভূবাচকঃ শব্দো ণ শ্চ নিবৃত্তি বাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম, কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥

পরমব্রহ্মকে মহর্ষি বাদরায়ণ তাঁহার কৃত বেদান্তদর্শনে জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করিয়া বাক্যমনের অতীত, বিষয়ের বিরোধী, নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জীবগণও ঐ সকল উপাধি বিশিষ্ট, অর্থাৎ তিনি বলেন, ব্রহ্মে ও জীবে প্রকৃতপক্ষে কোন পার্থক্য নাই। জীবে ও ব্রহ্মে যে পার্থক্য লক্ষিত হয়, তাহা ভ্রান্তিমূলক। ভেদের প্রতীতি হয় বটে, কিন্তু উহা উপাধি-কৃত অবিদ্যা বা মায়ামোহ কারণ সম্ভূত। মায়াবশে জীবসকল সুপ্তাবস্থায় থাকে ,বা অবিদ্যাবশে জীবে দেহাদি উপাধির ধর্ম্ম সংক্রামিত হয়, সুতরাং তাহারা যে ব্রহ্মের সহিত অভেদ তাহা বুঝিতে পারে না।

আত্মবিস্মৃতি অপসারিত হইলেই জীব যে স্বয়ং ব্রহ্ম তাহা বুঝিতে পারে। এই মত অদ্বৈত মত বলিয়া ভারতক্ষেত্রে চিরবিখ্যাত। কেহ কেহ বলেন মহর্ষি বাদরায়ণই, পরাশর-বাসবী তনয় শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস। অপরে এই মত সমর্থন করেন না।

মহর্ষি কপিল পূর্ব্বোক্ত মতের বিরোধী। তাঁহার মতে যাহা কিছু জগতে বিদ্যমান আছে, তৎসমুদায়ই পুরুষ ও প্রকৃতি সম্ভূত। প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই নিত্য, অনাদি, অপরিচ্ছিন্ন, নিষ্ক্রিয়, অলিঙ্গ ও নিরবয়ব। কিন্তু উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। কারণ প্রকৃতি জড়, পুরুষ চেতন, প্রকৃতি পরিণামী, পুরুষ নির্ব্বিকার, প্রকৃতি গুণময়ী, পুরুষ গুণাতীত, প্রকৃতি দৃশ্য, পুরুষ দ্রষ্টা, প্রকৃতি ভোগ্য, পুরুষ ভোক্তা। মহর্ষি কপিল বলেন যে প্রকৃতি-পুরুষের পার্থক্যজ্ঞান লাভ হইলেই জীবের আত্যন্তিক দুঃখের নিবৃত্তি বা মোক্ষ হয়। কপিলের প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী। এই গুণত্রয়ের নাম সত্ত্ব, রজঃ ও তম। মহর্ষি কপিল বলেন, জগৎ সৃষ্টিকালে প্রকৃতির এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি হয় ও প্রলয়কালে এই গুণত্রয়ের সদৃশ পরিণাম হয়। তিনি আরও বলেন যে সৃষ্টিকালে প্রকৃতি ও পুরুষ সংযুক্ত হন ও তৎকালে জড়প্রকৃতির চেতনা প্রাপ্তি হয়।

মহর্ষি কণাদ তাঁহার বৈশেষিক দর্শনে, মহর্ষি গৌতম তাঁহার ন্যায় দর্শনে, মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁহার পাতঞ্জল দর্শনে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মতের অবতারণা করিয়াছেন।

নিবৃত্তিমার্গ বা বৈরাগ্য ও জ্ঞানমার্গ অবলম্বনে স্বরচিত বেদান্তসূত্রে এক অদ্বিতীয় নিরুপাধিক ব্রহ্ম প্রতিপাদন করিয়া মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণ

দ্বৈপায়ন বেদব্যাসের ব্রহ্মস্বরূপের প্রভা ও মাধুর্য্য অনুভব হয় নাই, সুতরাং আশারও পরিতোষ হয় নাই। সেইজন্য ও ভক্তপ্রধান দেবর্ষি নারদ কর্ত্তৃক সরস্বতীতীরে অনুরুদ্ধ হইয়া অবোধ নরনারীর সহজ উপায়ে উদ্ধারের পন্থা দেখাইয়া দিবার মানসে ভক্তিমার্গ অবলম্বনে বৃদ্ধ বয়সে শ্রীহরির বিশুদ্ধ লীলাসকল, তাঁহার মহিমা ও অমল যশো কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হন। এই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার পূর্ব্বপ্রচারিত বেদান্তদর্শনের মত, স্থানবিশেষে কিয়ৎ পরিমাণে পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন কি না তাহা আমরা অজ্ঞতাবশতঃ স্পষ্ট বুঝিতে পারি না, কিন্তু আমাদের মনে হয়, তিনি তাঁহার দেবীভাগবত নামক গ্রন্থে মহর্ষি কপিলের উপরে লিখিত সংক্ষিপ্ত মত প্রকারান্তরে সমর্থন করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থে তিনি লিখিয়াছেন, এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম স্ত্রীও নহেন, পুরুষও নহেন, ক্লীবও নহেন বটে, তবে জগৎ সৃষ্টিকালে তিনি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত হন বা তাঁহাকে স্বতন্ত্রভাবে কল্পনা করিয়া লওয়া হয়।

"একমেবা দ্বিতীয়ং বৈ ব্রহ্ম নিত্যসনাতনং।
দ্বৈতভাবং পুনর্যাতি কাল উৎপৎসু সংজ্ঞকে॥
ভেদ উৎপত্তিকালে বৈ সর্গার্থং প্রভবত্যজ।
দৃশ্যাদৃশ্য বিভেদোঽয়ং দ্বৈবিধ্যেসতি সর্ব্বথা॥
নাহং স্ত্রী ন পুমংশ্চাহং ন ক্লীবং সর্ব্বসংক্ষয়ে।
সর্গে সতি বিভেদস্যাৎ কল্পিতোঽয়ং ধিয়া পুনঃ॥

দেবী ভাগবত, ৩য় স্কন্ধঃ।

আবার তাঁহার শ্রীমদ্ভাগবৎ মহাগ্রন্থে উক্ত মতের সহিত ভক্তি ও

প্রেমরস মিশ্রিত করিয়া অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। অর্থাৎ প্রকৃতিতেই ব্রহ্ম পর্য্যন্ত স্থাবরাদি জীবগণ সৃষ্টিকালে স্বোপাধি দ্বারা প্রবিষ্ট হন, এই মত ভক্তের মধুর ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

"সত্ত্বং রজস্তম ভবতঃ প্রকৃতেগুর্ণাঃ।
তেষুহি প্রকৃতা প্রোতা আব্রহ্মস্থাবরাদয়ঃ॥"

১১।১০ম স্কন্ধঃ॥

সুতরাং প্রকৃতি পুরুষের সংযোগে জগৎ সৃষ্টি বা ব্রহ্মাণ্ডের আবির্ভাব ইহা বেদব্যাসেরও মত। অর্থাৎ ব্রহ্ম সৃষ্টিকালে তিনি তাঁহার স্বাত্মরত অবস্থা হইতে মায়াবশে দ্বৈতভাবে প্রকাশিত হন। এই দ্বৈতভাবই শ্রীরাধাকৃষ্ণের সংযুক্তাবস্থা। ব্যাসদেবের তাঁহার শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে ব্রহ্মকে সংযুক্তভাবে দেখান উদ্দেশ্য ছিল, এই জন্য তিনি এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে বস্তুচৈতন্যের অখণ্ডিত মিলিত মূর্ত্তির বা শ্রীরাধাকৃষ্ণের সংযুক্ত মূর্ত্তির মনোমুগ্ধকর ছবির কল্পনা করিয়া তাঁহাদের গোকুলে, বৃন্দাবনে, মথুরায় বা জগৎব্রহ্মাণ্ডে লীলাকীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম, মনের, চক্ষুর বা বাক্যের অতীত বস্তু, অর্থাৎ এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে মনে ধারণা বা বাক্যের দ্বারা তাঁহার রূপ ও গুণ বর্ণনা করা অসাধ্য। অপর দিকে জীবই ব্রহ্ম, এই ধারণা জীবের হৃদয়ে স্থাপনা করাও অতি দুরূহ। তবে তিনি অদ্বৈত অথচ সংযুক্ত ভাবে বা অখণ্ডিতরূপে অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণরূপে জগতের হিতার্থে নিত্য-লীলা করিতেছেন, এইরূপে তাঁহাকে হৃদয়ে আনা অপেক্ষাকৃত সহজ-সাধ্য ও সেইভাবে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মচিন্তা তৃপ্তিপ্রদ। আবার এই সংযুক্তভাবে ও দ্বৈতরূপে তাঁহার জগৎ ব্রহ্মাণ্ডে লীলা বিজ্ঞান সম্মত।

ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত অচেতন ও সচেতন জীব যে সংযুক্তভাবে বিদ্যমান আছে, তাহা য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রমাণ করিয়াছেন। (১) সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীরাধার মূর্ত্তি সংযুক্তভাবে সর্ব্বত্র স্থাপন ও মানসক্ষেত্রে চিন্তা শ্রেয়ঃ বলিয়া অনুমিত হয়। এই দুই মূর্ত্তি খণ্ডিত বা বিসংযুক্ত রূপে স্থাপনা ও চিন্তা যে কত দূর ন্যায়, বিজ্ঞান ও যুক্তিমূলক তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে দ্বৈতভাবই শ্রীরাধাকৃষ্ণের সংযুক্তাবস্থা। ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টিকালে এক অব্যয় স্পন্দনরহিত (২) শ্রীকৃষ্ণ স্পন্দনযুক্ত হন ও তদবস্থায় স্বদেহ হইতে উৎপন্ন প্রাণশক্তি তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গী শ্রীরাধাকে অর্পণ করেন। শ্রীরাধাও ঐ শক্তি অতি আনন্দের সহিত গ্রহণ করেন। এই সময় এক অপরিস্ফুট রব উদ্ভব হয়—চিদাকাশের বা

---

(১)——"Looking beyond the human body, it will be seen that all organised beings are built after the same fashion. It will be found on close inspection that all other animals are so made. So likewise are all vegetables. Every leaf is duplex ; so is every part of a flower. All organised beings are in truth formed of two halves joined together at a central line. Nothing organised is structured as one whole——."

The Mechanism of Man by E. W. Cox. Vol. II.

(২) স্পন্দনরহিত = অক্ষরানীহ মে দেবি নিঃশব্দ ব্রহ্ম জায়তে।

নিত্যতন্ত্র।

শব্দব্রাহ্মণের সৃষ্টি হয় (৩)। শব্দব্রাহ্মণ, নাদ ও বিন্দু এই দুই অবয়ব বিশিষ্ট। নাদ জগতের মাতা, বিন্দু জগতের পিতা। এই নাদ ও বিন্দু ক্রমে ক্রমে ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্যলোক—সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত করিয়া ফেলে। প্রত্যেক জীবদেহের মূলাধার (৪) চক্রের রন্ধ্রে উহা প্রথমে প্রকাশ পায় ও ক্রমে স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা ও সহস্রারে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। সহস্র সহস্র বৈদ্যুতিক আলোকের তেজের ন্যায় উহার তেজ। ভাষান্তরে ঐ শব্দই শ্রীরাধাকৃষ্ণের অদ্ভুত বেণু-সমুত্থিত বাণী (৫)। বাণী হইতেই মাতৃকা-গণের বা অ হইতে ক্ষ পর্য্যন্ত পঞ্চাশৎ বর্ণের সৃষ্টি। আবার ঐ সকল বর্ণ হইতেই মন্ত্রের ও বেদের সৃষ্টি। ঐ মন্ত্র সকল ও বেদ, ব্রহ্মাণ্ডে অনন্তকাল হইতে জাগ্রত আছে। (৬) সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে উহারা

(৩) শব্দব্রাহ্মণের পূর্ব্বাবস্থা = পরমব্রহ্ম বা সচ্চিদানন্দ।

শূন্যস্তু সচ্চিদানন্দং নিঃশব্দ ব্রহ্মশব্দিতম্।

(৪) চারিদল পদ্মের আকারে উদরের সর্ব্বনিম্নভাগে ▽ ত্রিকোণ আকারের স্থানে স্থিত।

(৫) "ভগবতঃ সকাশাদুদিতং নাদ ব্রহ্মাত্মকং বেণু

রপ্যব্যক্ত মধুরঃ ততোমধুর এব রস উৎপদ্যত।

শ্রীমদ্বল্লভাচার্য্যের টীকা। শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১৪।২১।১০ম স্কন্ধঃ।

(৬) বেদ আদিতে এক। পরাশর তনয় বেদব্যাস বেদকে ভিন্ন প্রকৃতির লোকের উপযোগী করিবার মানসে ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব এই চারি অংশে বিভাগ করেন, যথা—"ঋগ্ যজুঃ সামাথর্ব্বাখ্যা বেদাশ্চতার উদ্ধৃতাঃ।" শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১ম স্কন্ধঃ।

প্রকাশিত হয় এবং মহাপ্রলয়ে উহারা যে শক্তি হইতে উদ্ভূত তাহাতেই বিলীন প্রাপ্ত হয়। গর্ভকোষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ভূমিষ্ঠকাল হইতে যেমন মানবগণের কণ্ঠে অস্পষ্ট স্বর ও উহা হইতে ক্রমে ক্রমে অ হইতে ক্ষ পর্য্যন্ত পঞ্চাশৎ বর্ণ মাতৃকাগণের উচ্চারণের শক্তির স্ফূর্ত্তি পায় ও যেমন সেই শব্দ ও বর্ণ সকল তাহাদের সমাধিকালে এবং মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহাদের দেহেই বিলুপ্ত হয়, বেদ ও মন্ত্র সকলও তদ্রূপ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে জগতে আবির্ভূত হয় ও মহাপ্রলয়ে তাহারা লুপ্ত হয়। ঐ শব্দের বাণী বা বেণুঝঙ্কার আছে নাকি অতি মধুর—নিরতিশয় মনোমুগ্ধকর! আবার জীবের জন্মজন্মান্তরের কর্ম্মদোষে উহাই নাকি ক্রমে ক্রমে অবস্থাভেদে ক্রন্দনধ্বনিতে পরিণত হয়! আবার নাকি মন্ত্রসাধনা বলে—বেদাধ্যয়নে, নারায়ণসমোগুণৈঃ শ্রীকৃষ্ণের বেণুগীত শ্রবণে—জীবের সিদ্ধি প্রাপ্তি হয়—নির্ব্বাণ মুক্তিলাভ হয়—পুনর্জ্জন্ম নিবৃত্তি হয়—মাতৃগর্ভের দারুণ কষ্ট সহ্য করিতে হয় না! মন্ত্রসাধনে, বেদাধ্যয়নে বা শ্রীকৃষ্ণের বেণুগান শ্রবণে পুনর্জ্জন্ম নিবারণ হয়, সিদ্ধিলাভ হয়, নির্ব্বাণ মুক্তি প্রাপ্তি হয় বলিয়াই হয়ত, মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস তাঁহার অপূর্ব্ব শ্রীমদ্ভাগবত মহাগ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের বেণুগানের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন যে শ্রীকৃষ্ণের বেণুধ্বনি শ্রবণের লালসায়, ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্রাদি শত শত দেবগণ, শ্রীসনকাদি মুনিগণ দেহান্তর ধারণ করিয়া মত্ত ও সেইজন্য শ্রীবৃন্দাবনে যখনই শ্রীকৃষ্ণের মনোমুগ্ধকর বাঁশী বাজিত তাঁহারা ঐ বাঁশীর শব্দে আকৃষ্ট হইয়া স্ব স্ব ভবন হইতে বহির্গত হইতেন ও সমীপস্থ আকাশে অবস্থান পূর্ব্বক ঐ শব্দ শ্রবণ করিয়া পরমানন্দ উপভোগ করিতেন এবং বেণুগীত প্রভাবেই

নাকি শ্রীবৃন্দাবনের নীরসাস্তরুলতাদয় সরসা হইত (৭) নদী সকলের প্রবাহ বৃদ্ধি হইত, আর শত কোটি গোপীগণ (৮) চন্দ্রাবলী, শৈব্যা, বিশাখা, ললিতা, পদ্মা প্রভৃতি মুখ্যতমা অষ্টগোপী (৯) বহু পুণ্যবলে অসঙ্কীর্ণ বেণুগান শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের পাদমূলে আকৃষ্ট হইয়া চলৎশক্তি রহিত হইতেন ও জীবন সার্থক জ্ঞান করিতেন। তবে ঐ বেণুধ্বনি সকলের কর্ণকুহরে প্রবেশ হয় না। যোগাসনে বসিয়া, ইহ-সংসারের সমস্ত আত্মীয়গণকে ও বস্তুকে ভুলিয়া যাইয়া একান্ত তন্ময় না হইলে ভক্তিযোগে দেহ ও মন শ্রীরাধাকৃষ্ণের চরণতলে উৎসর্গ করিতে না পারিলে, দেহীর মূলাধার চক্রের রন্ধ্রে উত্থিত বা জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত ঝঙ্কার ধ্বনি—শ্রীকৃষ্ণের বাঁশরির শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় না। য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ বলেন যে, কোন কারণে বস্তুর সাম্যভাবের বিচ্যুতি ঘটিলেই বস্তুর মধ্যে চাঞ্চল্য ও স্পন্দন হয় ও উহা হইতেই শব্দের সূত্রপাত হয়। কিন্তু এক অদ্বিতীয় বাক্যমনের অতীত পুরুষ হইতে নিত্য ও অব্যয় প্রকৃতির উদ্ভবকালে বা নারায়ণসমোগুণৈঃ পুরুষ হইতে মায়ারূপিণী শ্রীরাধার জগৎ ব্রহ্মাণ্ডে আবির্ভাব কালে, শব্দের প্রথমোৎপত্তি হয়, একথা বলেন না। তাঁহারা শব্দের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিয়াই

---

(৭) নীরসাস্তরুলতাদয়ঃ সরসাভবন্তি, সরসাশ্চ মধুস্রবন্তি শিলা অপি দ্রবন্তি।"

(৮) "শতকোটি তয়া তাসাং সংখ্যাং কঃ কর্ত্তু মর্হতি,"

(৯) কেহ কেহ বলেন ব্যাসদেবের কল্পিত এই অষ্ট গোপীই, অব্যক্ত, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র অষ্টপ্রকৃতি।

নিশ্চিন্ত আছেন। অপরদিকে ভারতের মহর্ষিগণ আরও অধিক অগ্রসর হইয়াছেন। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সহিত ভক্তি ও প্রেম মিশ্রিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এক শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রীরাধার আবির্ভাব কালেই শব্দের বা বেণু-ধ্বনির সর্ব্বপ্রথমে আরম্ভ হয়, এবং ক্রমে ক্রমে ঐ ধ্বনি জগৎ ব্রহ্মাণ্ডে বিস্তার হইয়া পড়ে, ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্রাদি দেবগণের—ব্যাসদেবের কল্পিত তন্ময়া, যোগভ্রষ্টা, সাধিষ্টা অষ্টগোপীর, ষোড়শ সহস্র প্রমদাগণের, সমগ্র শ্রীবৃন্দাবন ভূমির জীবের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়া তাহাদের সকলকে উন্মত্ত ও মুগ্ধ করে, এই ভাবে শব্দের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমাদের মনেহয়, শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে ভক্তের ভাষায়, শব্দব্রাহ্মণের এই প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদব্যাস অপরাপর দার্শনিক ও পৌরাণিকগণের অপেক্ষা উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছেন, জগৎপূজ্য হইয়াছেন ও ভারতের আকাশ-মৃত্তিকা-বায়ু-জলকে পবিত্র করিয়াছেন। (১০) শ্রীমদ্ভাগবত রচনার সহস্রাধিক বর্ষ পরেও আমরা আজ যে পথের ভিকারীকে নিম্নের গান গাহিতে শুনি তাহা শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসেরই অনুগ্রহে। আমাদের একান্ত প্রার্থনা শ্রীকৃষ্ণের বাঁশরির প্রকৃত-গূঢ় অর্থ হৃদয়ঙ্গম

---

(১০) It is impossible to read the Vedanta or the many fine compositions in illustration of it without believing that Pythagorous and Plato derived their sublime theories from the same fountain with the Sages of India.

Sir William Jones.

করিয়া বর্ত্তমান সময়ের সাধকগণ স্বদেহের মূলাধারে স্থিত প্রাণ-বায়ুকে—নাদকে যৌগিক নিয়মে ব্রহ্মরন্ধ্রে সংস্থিতি করিয়া পরমানন্দ লাভ করিবেন। শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।

ভিকারীর গান ঃ——

ঐ কানুর বাঁশী বাজিল রে!
ভূঃ ভূব, তপ লোক আদি ভেদিল রে!
ভক্তিময়ী নারী যত বাঁশীর শব্দে ক্ষেপিল রে!
কৃষ্ণতত্ত্বে মত্ত লোকে আত্মহারা হইল রে!
বাজুগ বাঁশী বাজুগ বাঁশী
অহরহঃ মহোল্লাসে
কানুর বাঁশী বন্ধ হলে
সূর্য্যচন্দ্র যাবে খসে!

"উৎসব পত্রিকা," পৌষ, ১৩৩২ সাল।

শ্রীকৃষ্ণের কদম্বপুষ্প *

—:*:—

রাসলীলা শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা বলিয়াছি যে শ্রীকৃষ্ণের লীলা-ভূমি এই দৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ড এবং শ্রীকৃষ্ণের বেণু শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা বলিয়াছি যে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টিকালে এক অদ্বিতীয় শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈতভাব অবলম্বন কালে বা স্বদেহ হইতে উৎপন্ন প্রাণশক্তি শ্রীরাধাকে অর্পণ কালে যে এক অপরিস্ফুট রবের উদ্ভব হয় তাহাই শ্রীকৃষ্ণের বেণু শব্দ বা বেণুগান। শেষোক্ত প্রবন্ধে আরও বলিয়াছি যে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত চেতন ও অচেতন জীব সংযুক্ত ভাবে গঠিত। মহর্ষি বেদব্যাসের শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত শ্রীকৃষ্ণের লীলা সমূহের পূর্ব্বোক্ত প্রকারে গূঢ়ার্থ ব্যাখ্যা করিয়া যদি বিকৃত মস্তিষ্কের পরিচয় দেওয়া না হইয়া থাকে, তাহা হইলে মণিমুক্তাদি দ্বারা নির্ম্মিত সহস্র প্রকারের আভরণ তুচ্ছজ্ঞান করিয়া ও মালতী, জাতি, জুতী, মাধবী আদি পুষ্পে সজ্জিত না করিয়া শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস সাধকগণের হিতার্থে নিষ্কলঙ্ক অশরীরিকে, মনোজ্ঞ মনুষ্যাকারে বা বসুদেব পুত্র শ্রীকৃষ্ণরূপে গঠন করিয়া তাঁহাকে যে কদম্ব কুসুমের (nauclea

---

* উৎসব চৈত্র, ১৩৩২।

Cadamba) মাল্যে (১) সাজাইয়াছিলেন, যে পাদপের মূল ও শাখা তাঁহার কিছুদিনের লীলা স্থল (২) রূপে মনোনীত করিয়াছিলেন, ভরসা করি সেই কদম্ব বৃক্ষের ও কুসুমের বিশেষত্ব সম্বন্ধে যথাজ্ঞানে কিঞ্চিৎ আলোচনা মার্জ্জনীয়।

সর্ব্বজ্ঞ মহর্ষিগণ কদম্ব পুষ্পে ও বৃক্ষে বিশ্বস্রষ্টার অনন্ত কৌশলের —অনন্ত মহিমার পরিচয় পাইয়া কদম্ব বৃক্ষকে কল্পবৃক্ষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সুতরাং ঐ বৃক্ষের নিকট যে ব্যক্তি যাহা প্রার্থনা করেন তিনি তাহাই পাইয়া থাকেন। বরাহপুরাণ প্রণেতা কদম্ব বৃক্ষ নিত্যসিদ্ধ ও পৃথিবীর অজ্ঞাত (প্রাপঞ্চিক বস্তু দ্বারা অস্পৃষ্ট) বৃক্ষ বলিয়াছেন ও অপরাপর অনেক গুণ কীর্ত্তন করিয়াছেন (৩)। ভৈরব

---

(১) কদম্ব কুসুমোদ্বদ্ধ বনমালা বিভূষিতম্।
কদম্ব পাদপচ্ছায়ে স্থিতং বৃন্দাবনে ক্বচিৎ ॥

গোপাল স্তোত্রং

(২) তাসাং বাসাংস্যুপাদায় নীপমারুহ্যসত্বরঃ।
৯।২২।১০ম স্কন্ধঃ। নীপং=কদম্বকং

শ্রীমদ্ভাগবতম্

(৩) তত্রাপি মহদাশ্চর্য্যং পশ্যন্তি পণ্ডিতা নরাঃ।
কালিয় হ্রদ পূর্ব্বেণ কদম্বো মহিতোক্রমঃ।
শত শাখং বিশালাক্ষি! পুণ্যং সুরভিগন্ধিচ।
সচ দ্বাদশ মাসানি মনোজ্ঞঃ শুভ শীতলঃ।
পুষ্পায়তি বিশালাক্ষিঃ! প্রভাসন্তো দিশোদশ ॥

বরাহপুরাণ।

যামল নামক গ্রন্থেও ঐ পুষ্প সম্বন্ধে অনেক গূঢ় কথা লিখিত আছে। আবার গৌড়রাজ্যে প্রচলিত বিষ্ণুক্রান্ত তন্ত্রসমূহ হইতে সঙ্কলিত মহা-নির্ব্বাণ তন্ত্রে সদাশিবের উচ্চারিত আদ্যাদেবীর স্তোত্রে ঐ পাদপ ও কুসুম যে মহামায়ার নিরতিশয় প্রিয় ইহার উল্লেখ আছে। (৪) মহামায়াই যে শ্রীরাধা ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এবং তিনি যে শ্রীকৃষ্ণের অর্দ্ধাঙ্গী তাহাও বলিয়াছি।

অপরাজিতা, করবীর, তগর, দ্রোণ আদি পুষ্প দেবদেবীর বেশভূষার বা পূজার বিশিষ্ট উপযোগী, কারণ ঐ পুষ্পগুলি আন্তরিক পবিত্র। কিন্তু উহাদের সহিত কদম্বপুষ্পের অনেক প্রভেদ আছে। দ্রোণ ও অপরাজিতা (৫) পুষ্পে পিতৃ মাতৃ যুক্তভাবের লক্ষণ থাকিলেও উহাতে মাতৃ আকারের, মাতৃভাবের বা যোনির সাদৃশ্য বা প্রাধান্য আছে। সেই জন্য বিচক্ষণ তান্ত্রিক সাধকগণ কাম্য পূজায় বা প্রার্থনা পূরণের আশায়, জগদ্ধাত্রী, সরস্বতী, লক্ষ্মী আদি দেবীপূজায় ঐ ঐ পুষ্প নিবেদন করিয়া থাকেন। আবার করবীর পুষ্পে পিতৃ-মাতৃ যুক্তভাবের লক্ষণ থাকিলেও উহাতে পিতৃ আকারের বা পিতৃভাবের

---

(৪) কুমারী পূজন প্রীতা কুমারী পূজকা নরাঃ।
কুমারী ভোজনানন্দা কুমারী রূপধারিণী ॥ ১৬।
কদম্ব বন সঞ্চারা কদম্ব বনবাসিনী।
কদম্ব পুষ্প সন্তোষা কদম্ব পুষ্প মালিনী ॥ ১৭।
মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

(৫) The hibiscus, drona (a white flower) and lcitoria (অপরাজিতা) are flowers sacred to the Devi—Principles of Tantra by Arthur Avalon.

সাদৃশ্য বা প্রাধান্য আছে, সেই জন্য মহাদেব ও নারায়ণাদি দেবতা গণের পূজায় ঐ পুষ্প ব্যবহৃত হয়। আর যে দেবদেবী যুক্তভাবে অধিষ্ঠিত সেই দেবদেবীর পূজায় চন্দন সহ, দ্রোণ বা অপরাজিতা ও করবীর একত্রে নিবেদিত হয়। কদম্বপুষ্পে পিতৃভাগের ও মাতৃভাগের অদ্ভুত সমষ্টি থাকায় এবং ঐ পুষ্প আন্তরিক প্রবৃত্তি পরিদীপনা করে অথচ উহা বাহ্য পবিত্র এই জন্য, শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তিকে ঐ একটি পুষ্প নিবেদন, ঐ পুষ্পের মাল্যে সজ্জিত করা বিজ্ঞান সম্মত ও অতি কর্ত্তব্য, কারণ কদম্বপুষ্পের ন্যায়, উভয়ভাবের, উভয়গুণের সমাবেশ অপর কোন পুষ্পে নাই। উহাতে চন্দনলেপনের প্রয়োজন হয় না, কারণ ঐ পুষ্পের অভ্যন্তরস্থ দণ্ডটি হইতে সৃষ্টিক্রিয়ার কারণ স্বরূপ চন্দন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রসের ক্ষরণ হইয়া থাকে ও ঐ রস পুষ্পের রেণুর সহিত সঙ্গত হইয়া মনোহর গন্ধ উৎপন্ন করে। জড় নয়নেই হউক আর যন্ত্রের সাহায্যেই হউক, একটি কদম্বপুষ্প মনোনিবেশ পূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিলে প্রতীয়মান হইবে যে কদম্বপুষ্প একটি পুষ্প নহে, উহা সহস্রাধিক পুষ্পের সমষ্টি। আবার পুষ্পগুলি একটি গোলাকার কোষের শত সহস্র সূক্ষ্ম ছিদ্রে বিদ্ধ হইয়া আছে। যেমন শ্রীবৃন্দাবনের গোপীগণ রাসচক্রে শ্রীরাধাকৃষ্ণের বা জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের বীজকে গোলাকারে বেষ্টন করিয়া থাকে, পুষ্পগুলিও সেই প্রকারে একটি বীজকে বা কেন্দ্রকে বেষ্টন করিয়া থাকে। আরও লক্ষিত হইবে, যে মনুষ্য বা পশুদেহের ন্যায় এক একটি পুষ্পের দেহ দুই অংশে বিভক্ত, অথচ দাম্পত্য সম্বন্ধে অখণ্ডিতভাবে মিলিত। একাংশ পুরুষভাগ, অপরাংশ স্ত্রীভাগ। রাস-চক্রে প্রত্যেক গোপী যেমন মায়াবশে শ্রীকৃষ্ণের সহিত জড়িত,

সেই প্রকার প্রত্যেক পুষ্প কেন্দ্রস্থ বীজের সহিত জড়িত। আরও লক্ষিত হইবে যে প্রত্যেক পুষ্প যেন একটি বেণুর আকারে গঠিত। উহার নিম্নভাগ সরু ও উর্দ্ধভাগ গোলাকার ও বিস্তৃত। প্রত্যেক পুষ্পের মধ্যে একটি শ্বেতবর্ণের দণ্ড আছে ও ঐ দণ্ডের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম একটি ছিদ্র আছে। ঐ ছিদ্র হইতে সর্ব্বদাই অমৃতরসের ক্ষরণ হয় ও ক্ষরিত পদার্থ পুষ্পের গর্ভকোষ ধারণ করে। আমরা যতদূর হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি, পূর্ব্বোক্ত শ্বেতবর্ণের দণ্ডটি পুষ্পের পরাগকেশর বা স্বয়ম্ভু শব্দব্রাহ্মণের বিন্দু বা পুরুষাংশ ও ঐ অংশ পুষ্পের নাদাংশে বা কুল-কুণ্ডলীর বা যোনির বা গোলাকার বেষ্টনের মধ্যে স্থিত। ভাষান্তরে ঐ দণ্ডটি পুষ্পের পিতৃভাগ ও পুষ্পের বেষ্টনটি পুষ্পের মাতৃভাগ। সুতরাং ঐ দুই ভাগের সমষ্টি বা একটি সম্পূর্ণ পুষ্পই শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুক্তভাব—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ক্রিয়ার নমুনা। অপরাজিতা ও করবীর পুষ্পে কিয়ৎ পরিমাণে ঐ ভাব প্রকাশিত আছে বটে, কিন্তু কদম্ব পুষ্পেই ঐ ভাব অধিক পরিমাণে প্রকটিত। আবার তান্ত্রিক সাধকগণ বলেন যে মানব দেহের ন্যায় কদম্ব বৃক্ষেই মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ এবং সহস্রার, মহাশক্তির যৌগিক আকারের ষড়চক্র (৬) স্পষ্টরূপে বিদ্যমান আছে। কদম্ব বৃক্ষের ও পুষ্পের বিচিত্র গঠন, গুণ ও অপরাপর নিগূঢ় তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়াই উদ্ভিদ্ বিদ্যাবিশারদ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ঐ মনোজ্ঞ পুষ্পের

---

(৬) Kadamba tree means Shatchakra (Tattvik centres),

Arthur Avalon's Principles of Tantra Vol. II.

মালায় তাঁহার শ্রীকৃষ্ণের গলদেশ সাজাইয়া দিয়াছিলেন, ঐ বৃক্ষের মূলে বসাইয়া তাঁহাকে দিয়া ভুবনমোহন বাঁশী বাজাইয়াছিলেন এবং ঐ সুরভিগন্ধি বৃক্ষের শাখায় উঠাইয়া ও বৃক্ষের সহস্রার পদ্মে (৭) বসাইয়া তাঁহাকে দিয়া শ্রীবৃন্দাবনের কুমারী ব্রতধারী গোপকন্যাগণের তন্ময়তা পরিক্ষাভিলাষে বস্ত্র হরণ করিয়া, উহার সপ্ত যোজন উচ্চ শাখায় তাঁহাদের বস্ত্র লুকাইয়া রাখিয়া তাহারা বাসুদেব সমোগুণৈঃ বর পাইবার উপযুক্ত কিনা তাহাই পরীক্ষা করাইয়াছিলেন। আদ্যা-শক্তি মহামায়া শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সহিত একত্র নিত্য অবস্থিতি করেন, সুতরাং তিনিও কদম্ব বনে ভ্রমণ করিয়া থাকেন, কদম্ব কুসুমের মালা ধারণ করেন ও কদম্ব কুসুমে তাঁহার পরম সন্তোষ লাভ হয়। আমাদের মতে শ্রীমদ্ভাগবতাদি রচনার সহস্রাধিক বর্ষ পরেও বর্ত্তমান যুগে মহাকবি মধুসূদন যে তাঁহার প্রাণের হরির—ব্রজের রতনের গুণগান করিতে বসিয়া কদম্ব বৃক্ষের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়নেরই অনুগ্রহে।

"নাচিছে কদম্বমূলে, বাজায়ে মুরলী, রে,
রাধিকারমণ।
চল, সখি! ত্বরা করি, দেখিগে প্রাণের হরি
ব্রজের রতন"

নমঃ কদম্ব কুসুমায়। নমঃ শ্রীকৃষ্ণায়ঃ।

---

(৭) জীবদেহের ঊর্দ্ধস্থ মস্তিষ্কে স্থিত সহস্রারে যেমন শিবশক্তি বিরাজিত থাকে, তদ্রূপ কদম্ব বৃক্ষের উচ্চ শাখায় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং কেবল মাত্র সাধনাসিদ্ধা গোপীগণের অন্তরাত্মাকে আকর্ষণ করিয়া তাহাদের সহিত জড়িত হইয়া শিবশক্তিরূপে বিরাজ করিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধাকে ঈক্ষণ *

রাসলীলা শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা ইঙ্গিত করিয়াছি, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে যে কি নিমিত্ত এক মনে অনিমেষ লোচনে নিরীক্ষণ করিতে ভাল বাসেন, তৎসম্বন্ধে যথাজ্ঞানে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

এই ব্রহ্মাণ্ডে যে যাহাকে যত ভাল বাসে সে তাহাকে তত দেখিতে চায়, ইহাই প্রত্যক্ষসিদ্ধ সাধারণ নিয়ম। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধার প্রতি নিয়ত একমনে ঈক্ষণ ও শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নিয়ত ঈক্ষণ পরস্পরের গাঢ় প্রেমের পরিচায়ক।

শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলমিলনেই এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, সুতরাং প্রত্যেক জীবদেহেরও সৃষ্টি। জীবদেহের গঠন প্রণালীর গূঢ় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব অনুসন্ধান করিলে হৃদয়ঙ্গম হইবে, দেহীর শিরোদেশে ব্রহ্মরন্ধ্রে স্থিত সহস্রার পদ্মের সহিত নেত্ররন্ধ্রের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধ স্থাপন বিশ্বস্রষ্টার অপূর্ব্ব কৌশল। শ্রীভগবান্ স্থলজ, জলজ, অণ্ডজ, প্রত্যেক জীবদেহের সহস্রার পদ্মে অলক্ষিতভাবে উপবেশন করিয়া তাহার আভ্যন্তরীণ বৃত্তি ও কার্য্যকলাপ বিচার করিয়া তাহাকে অল্পাধিক পরিমাণে দেখিতেছেন ও যথাযোগ্য সুখ দুঃখ ভাগী করিতেছেন। জীবগণও তাহাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের ভাল মন্দ কর্ম্মফলে শ্রীভগবানকে অল্পাধিক

* উৎসব ১৩৩৩। জ্যৈষ্ঠ।—

ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে ও ভাবে নিরীক্ষণ করিতেছে। জীব যখন স্বদেহের ব্রহ্মরন্ধ্রে স্থিত শ্রীভগবানকে স্বীয় কর্ম্মনাশের প্রার্থনায় আকাঙ্খা রহিত হইয়া একান্ত ভক্তিভাবে অনিমেষ লোচনে কল্পান্তকাল পর্য্যন্ত দেখিবে তখন তাহার আর এ জগতে দুঃখ ভোগ করিতে হইবে না। শ্রীভগবান তাহাকে শুভ দৃষ্টি (১) করিবেন, তিনি তাঁহার ধ্যেয় বস্তু সচ্চিদানন্দের বা ব্যাসদেব কল্পিত অপূর্ব্ব শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিশাইয়া যাইবেন, তাঁহার শরীরভঙ্গী ও চিত্তবৃত্তি ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া তৈলপায়িক পতঙ্গের কুম্রক পতঙ্গের আকার ধারণের ন্যায় অপূর্ব্ব রূপ ধারণ করিবে, তাঁহার ত্রিতাপতপ্ততনু সুশীতল হইবে, তিনি অনন্ত সুখের সাগরে ভাসিতে থাকিবেন এবং তাঁহার ললাটাভ্যন্তরে যে একটি চিত্তময় বা জ্ঞানময় অদ্ভুত তৃতীয় চক্ষু আছে তাহা প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিবে।

---

(১) বিবাহের যথাবিহিত মন্ত্রপাঠ সমাপনান্তে যে বর-কন্যার অন্যোহন্যাবলোকনের বা শুভদৃষ্টির প্রথা এদেশে বহুকালাবধি প্রচলিত আছে, তাহার মূলীভূত কারণ এই যে, যদি বর কন্যার প্রথমদৃষ্টি প্রকৃতপক্ষে শুভ হয় ও সেই দৃষ্টি ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে বর ক্রমে ক্রমে কন্যাভাবাপন্ন হইয়া পড়ে, কন্যাও সঙ্গে সঙ্গে বরভাবাপন্না হইয়া পড়ে, এমন কি দীর্ঘকালে উভয়ের আকার ভাবভঙ্গী, অঙ্গসঞ্চালন, আভ্যন্তরীণ বৃত্তি পর্য্যন্ত একই প্রকারে পরিণত হয়, পরস্পরের মতের বৈপরীত্য হয় না। পুরাকালের মহাতপা দেবশর্ম্মার শিষ্য বিপুলের ন্যায় নেত্রকে অবলম্বন করিয়া অপরের দেহে প্রবেশ পর্য্যন্ত করিতে পারে।

এই নির্নিমেষ সূক্ষ্মলক্ষ্যবিদ্যা বা চিৎপ্রতিবিম্বিত দৃষ্টি-বিজ্ঞান কোনও কালে ভারত ক্ষেত্র হইতে বিলুপ্ত না হইতে পারে এই নিমিত্ত এই পুণ্যক্ষেত্রের ঋষিযোগিগণ নানা উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। দ্বাপরের শেষ ভাগে শ্রীকৃষ্ণলীলা বিশারদ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন এই যৌগিক তত্ত্ব কল্পান্ত পর্য্যন্ত জাগ্রত রাখিবার মানসেই তাঁহার কল্পিত সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের অবতার শ্রীকৃষ্ণের, তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গী শ্রীরাধার প্রতি অনিমেষ লোচনে নিরীক্ষণের বর্ণনা করিয়াছিলেন, আবার কল্পভেদে দেশকাল পাত্র বিবেচনা করিয়া প্রত্যাহার প্রাণায়াম পরায়ণ স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের যোগিগণ সূক্ষ্মবিজ্ঞান, ব্যবহিতবিজ্ঞান ও অতীতানাগতা বিজ্ঞান আবিষ্কার করিয়া পরে কল্পনাকে আশ্রয় করিয়া সেই একই (২) পুরাণ পুরুষ অরূপ (৩) সচ্চিদানন্দকে, বৃষভবাহন, দিগম্বর, শূলপাণি, পঞ্চবক্ত্র, চন্দ্রশেখর, অর্দ্ধনিমীলিত নিম্ন চক্ষু ও উন্মীলিত তৃতীয় চক্ষু, মহাযোগী সদাশিবের আকারে সাজাইয়া, তাঁহার বায়ু ও উপদ্রব শূন্য মনোরম হিমালয় পর্ব্বতের রম্য কৈলাস শিখরে বাসভবন নির্দ্দেশ করিয়া, তাঁহাকে পদ্মাসনে বসাইয়া, তাঁহার শৈলরাজনন্দিনী, কৃপাকটাক্ষধারিণী, মায়াবিনী, পতীপরায়ণা, ত্রিনেত্রা,

---

(২) যে নমস্যন্তি গোবিন্দং তে নমস্যন্তি শঙ্করম্।
যে অর্চয়ন্তি হরিংভক্ত্যা তেঅর্চয়ন্তি বৃষধ্বজম্॥

রুদ্রহৃদয় উপনিষৎ।

(৩) অরূপং তথা জ্যোতিরাকারকত্বাৎ
তদেকোঽবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোঽহম্॥

নির্ব্বান দশকস্তোত্রং

পার্ব্বতী দেবীর সহিত শুভ সম্বন্ধ স্থাপন ও নিত্যযুক্তা করিয়া, তাঁহাকে গন্ধপুষ্পমাল্য দিয়া সাজাইয়া "বিশ্ববীজং পঞ্চবক্ত্রং মহেশ্বর" বলিয়া ধ্যান, ধারণা, অবনতমস্তকে নমস্কার ও পূজা করিবার ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। ফলে মানবগণ অনিমেষ লোচনে একাগ্রচিত্তে তাহাদের সহস্রার পদ্মে স্থিত সচ্চিদানন্দকে নিরীক্ষণ করিতে অভ্যাস করিতে শিক্ষা করিলে তাহার যে ক্রমে ক্রমে বাহ্য চক্ষুদ্বয় অর্দ্ধনিমীলিত হইয়া পড়ে, তাহার যে জ্ঞানময় তৃতীয় চক্ষু বিকসিত হইতে থাকে, সে যে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, সূক্ষ্ম ব্যবহৃত বিপ্রকৃষ্ঠ সমস্ত দেখিতে পায়, সে যে ব্রহ্মের পর্য্যন্ত রূপ দর্শন করিতে পায়, সে যে ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যাইতে পারে (৪) ইহা নিত্য সত্য কথা ও সার্ব্বভৌম নিয়ম। এই নিয়ম আবিষ্কার ও স্থাপন বহুকালব্যাপী বিচার এবং সূক্ষ্ম দৃষ্টির ফল।

শ্রীমদ্ভাগবত মহাগ্রন্থে লিখিত আছে যে শ্রীকৃষ্ণ অসংখ্য অসংখ্য গোপীগণের দ্বারা শ্রীবৃন্দাবনে নিত্য পরিবেষ্টিত ছিলেন। তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তির তারতম্য বিচার করিয়া ইহাও সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে, যে শতকোটি প্রমদাগণের মধ্যে চন্দ্রাবলী, শ্যামা বা শ্যামলা শৈব্যা, পদ্মা, রাধা, ললিতা, বিশাখা, ভদ্রা, এই আটটি গোপী শ্রেষ্ঠা। ভক্তিশাস্ত্রানুসারে এক শ্রেণীর অধ্যাপকগণ এই আটটিকে আবার দুই শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াছেন। তাঁহারা তথা-কথিত তদীয়তা ও মদীয়তা ভাবের বিচার করিয়া চন্দ্রাবলী, শ্যামা, শৈব্যা ও পদ্মাকে মদীয়তা ভাব প্রধানা বলিয়া এক শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন, এবং রাধা,

(৪) ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মৈব ভবতি।

মণ্ডুকোপনিষদ্ ৩।২।৯

ললিতা, বিশাখা ও ভদ্রাকে তদীয়তা ভাবপ্রধানা বলিয়া তাঁহাদের স্বতন্ত্র শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। ইঁহাদের মতে প্রথমবর্গের মধ্যে চন্দ্রাবলী সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, অর্থাৎ তাঁহার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টি বা নয়নবিক্ষেপের ভাবভঙ্গী একেবারে আকাঙ্খারহিত ও দ্বিতীয় বর্গের মধ্যে শ্রীমতী রাধিকা প্রধানা ও ললিতা ও বিশাখা তাঁহার পরবর্ত্তিনী। ভদ্রার কোন বিশেষভাব স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় নাই, সুতরাং তিনি উভয় বর্গের কোনটির মধ্যে স্থান লাভ করিতে পারেন নাই। শ্রীশুকদেব গোস্বামী ইঁহার সম্বন্ধে কোন কথা লিপিবদ্ধ করেন নাই। অপরদিকে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, পদ্ম, মৎস্য, ও স্কন্দপুরাণ প্রণেতাগণ অষ্টগোপীর মধ্যে শ্রীরাধাকেই সর্ব্বোচ্চ আসনে স্থান দিয়াছেন। (৫) অপরাপর ঋষিগণ বৃহৎ গৌতমীয় তন্ত্রে, ঋকপরিশিষ্টে ও মাহেশ্বরী সংহিতায় শেষোক্ত মত

---

(৫) রাধা রাসেশ্বরী রাসবাসিনী রসিকেশ্বরী।
কৃষ্ণ প্রাণাধিকা কৃষ্ণপ্রিয়া কৃষ্ণস্বরূপিণী।
কৃষ্ণবামাঙ্গসম্ভূতা পরমানন্দ রূপিণী।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ।

যথা রাধাপ্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ংতথা
সর্ব্বগোপীষুসৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্ত বল্লভা॥

পদ্মপুরাণ।

রুক্মিণী দ্বারবত্যান্ত রাধা বৃন্দাবনে বনে।

মৎস্য ও স্কন্দপুরাণ।

সমর্থন করিয়াছেন। (৬) শ্রীমদ্ভাগবতের টীকাকারগণও, শ্রীরাধ যে শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিত্যযুক্তা ও "গোপীতমা" তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। (৭) প্রকৃত পক্ষে শ্রীরাধা অগমা বা দুজ্ঞেয়া। দুর্জ্ঞেয় হইলেও তিনি সৃষ্টিকালে রমণাভিলাষিণী হইয়াছিলেন। আবার তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াও শ্রীভগবান বা শ্রীকৃষ্ণ রমণ করিতে বাসন করিয়াছিলেন।

এই ব্রহ্মাণ্ডে কোটি কোটি জীবগণ শ্রীকৃষ্ণের নিকট কিঞ্চিৎ ভিক্ষার প্রার্থনায় তাঁহাকে স্মরণ করিতেছে, তাঁহাকে হৃদয়ের সিংহাসনে বসাইতে চেষ্টা করিতেছে, তাঁহার কৃপাদৃষ্টি আশা করিয় কাতর চক্ষে তাঁহার উদ্দেশে, ঊর্দ্ধে, নিম্নে, আকাশে, পাতালে নিরীক্ষণ করিতেছে। কিঞ্চিৎ ভিক্ষা পাইলেই পুনঃরায় আরং

---

(৬) দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা।

বৃহৎগৌতমীয় তন্ত্র।

রাধা মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা বিভ্রাজন্তেজনেম্বা।

ঋক্ পরিশিষ্ট।

কৃষ্ণরূপাণি সা রাধা নিত্যং কৃষ্ণ মনুব্রতা।
তন্নভিন্নানিমেষার্দ্ধম্।

মাহেশ্বরী সংহিতা।

(৭) ভগবতঃ নিজভাগ্যশেবধি পরমাবধি রূপয়া শ্রীরাধয়া নিত্যযুক্ত
শ্রীমৎকিশোর প্রসাদকৃত বিশুদ্ধরসদীপিকা টীকা

অধিক পাইবার জন্য লালায়িত হইতেছে। এইরূপ সকলেরই তাঁহার প্রতি দৃষ্টি আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ। আবার সেই দৃষ্টির স্থায়িত্ব নাই। আকাঙ্ক্ষা অল্পাধিক পূর্ণ হইলেই তাহাদের আত্মাভিমান জাগরিত হয়, তাহারা শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিয়া যায় ও তাহাদের অসুরের ন্যায় বিকৃত আকার ও দৃষ্টি হয়, কারণ সার্ব্বভৌম নিয়ম এই যে, জীবের মনোভাব চাক্ষুষ আলোকে ব্যাপ্ত হইয়া নয়ন রশ্মির যোগে বহিরাগত হয় সুতরাং তাহার মুখমণ্ডল ও দৃষ্টি তাহার মনোভাবানুসারে বিকার প্রাপ্ত হয়। ব্যাসদেবের কল্পিত শ্রীবৃন্দাবনের গোপীগণ এই সার্ব্বভৌম নিয়মের অন্তর্গত। তবে বিশেষত্ব এই যে একান্ত দাস্যপ্রার্থী গোপী-গণের মধ্যে অনেকেই শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণমাত্রায় কৃপা পান নাই বটে, কিন্তু তজ্জন্য তাহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিরক্ত না হইয়া বরঞ্চ বিনীত-ভাবে তাঁহারা তাঁহাদের ভিক্ষার ঝুলি ধরিয়াই রাখিয়াছিলেন, তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নয়ন বিক্ষেপের ভাব কোন কালেই অসুর-গণের ন্যায় বিকৃতপ্রাপ্ত হয় নাই। ইহা তাঁহাদের বহুজন্ম সাধনার ফল। প্রকৃত পক্ষে সমগ্র গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এত অধিক পরিমাণে আকাঙ্ক্ষাশূন্য মনোনিরোধ দৃষ্টি ও ভজনা ছিল যে সর্ব্বশক্তিমান হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের, গোপীগণের সেই ভজনার (৮) ও মনোনিরোধ শুভদৃষ্টির তিনি উপযুক্ত পুরস্কার বা প্রতিদান দিতে পারিবেন কি না বা তাঁহাদের ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবেন কি না সে সম্বন্ধে তাঁহার সন্দেহ

---

(৮) শ্যাম শ্যাম বলি শ্যাম নাম জপই
ছার তনু করিব বিনাশ।
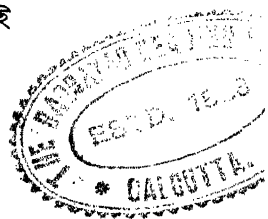
জন্মিয়াছিল (৯)। ব্যাস কল্পিত শ্রীবৃন্দাবনের চন্দ্রাবলী প্রভৃতি অষ্টমুখ্যা গোপী, শ্রীবৃন্দা ও মথুরার রুক্মিণী (১০) যে শ্রীভগবানের কোন কোন বিশেষ শক্তির কল্পিত নামান্তর তাহা আমরা অবগত নহি। শ্রীমদ্ভাগবত মহাগ্রন্থ অতি দুর্বোধ্য। শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন তাঁহার বেদান্ত দর্শনে ব্যবহৃত, ব্রহ্মের উপাধি বোধক শব্দগুলি শ্রীকৃষ্ণলীলা ব্যাখ্যা-কালে কি কি কাল্পনিক নাম দিয়াছেন তাহা আমরা অনেক স্থলে বুঝিতে পারি না। তবে কথিত আছে, শ্রীভগবানের, শ্রী-ভূ-লীলা এই তিন মহাশক্তির মধ্যে মায়াশক্তি শ্রীবৃন্দা নামে অভিহিত। শ্রীবৃন্দা-গোপীই শ্রীরাধিকার পরম প্রিয়সখী। আর শ্রীরাধিকারত কথাই নাই—তিনি অগম্য; তবে সৃষ্টিকালে ত্রিভুবনস্থিত যাবতীয় সৌন্দর্য্য

---

(৯) ন পারয়েঽহং নিরবদ্য সংযুজাং।
স্ব সাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপিবঃ॥
যামা ভজন্ দুর্জ্জরগেহ-শৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥

২২। দ্বাত্রিংশ অধ্যায় দশম স্কন্ধঃ।

শ্রীমদ্ভাগবতম্।

(১০) মথুরার রুক্মিণী শ্রীরাধার অংশ বিশেষ।
যথা "রুক্মিণ্যাদ্যাঃ স্ত্রিয়ো যাস্তু তাঃ রাধাংশা ন সংশয়।

শ্রীকৃষ্ণযামল।

পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে "ভগবন্মূর্ত্তেরিব বৃন্দাবনভূমি"
গোপালতাপণি উপনিষদে লিখিত আছে যে মথুরাও
শ্রীবৃন্দাবনের ন্যায় ব্রহ্মপুর—

রাশির একমাত্র আধার হইয়াও, শ্রীকৃষ্ণের সহিত সদাযুক্তা থাকিয়া অপরাপর উত্তমা গোপীগণকে সঙ্গে লইয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সুশৃঙ্খলে চালাইতেছেন ও মনোহর রূপ ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টি সঞ্চালনের ইতর বিশেষ নাই। তিনি সমভাবে তাঁহার হৃদয়ের দেবতাকে ভরপুর নয়নে অমল-কমল-দল অনিমেষলোচনে নিরীক্ষণ করিয়াতাঁহার জগৎ পালনের উৎসাহ বর্দ্ধন (১১) করিতে-ছেন। কতকাল যাবৎ তিনি তাঁহার হৃদয়ের মণিকে—প্রেমের পুতুলকে অনিমেষলোচনে দৃষ্টি করিতেছেন ও করিতে থাকিবেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। তবে আমাদের মনে হয় কোটিকল্প শতৈরপি কাল হইতে ও পর্য্যন্ত তাঁহার অনিমেষ দৃষ্টি চলিতেছে ও চলিতে থাকিবে। যখন শ্রীরাধার এই অনিমেষ দৃষ্টির শৈথিল্য হইবে, তখন শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টিও শিথিল হইয়া পড়িবে, আর তখন উভয়েই অধীর হইয়া পড়িবেন—সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড কম্পান্বিত হইয়া পড়িবে—সৃষ্টিলোপের চিহ্ন সকল দেখা দিবে। আমাদের বুঝিবার শক্তি নাই, কিন্তু আমাদের মনে হয়, পূর্ব্বোক্ত গূঢ় তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার অভিপ্রায়ে, শ্রীরাধিকার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ও শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধিকার প্রতি অদ্ভুত নয়ন বিক্ষেপের কথা শ্রীমদ্ভাগবতে ও অপরাপর গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে! শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।—

---

(১১) তুঁহু লোচন ভরি যো হরি হেরই।
তছুপায়ে মুঝু পরিণাম॥
চণ্ডীদাস কহে রাধার গঞ্জনা।
সুধাসম কানু মানে॥

শ্রীকৃষ্ণের আকার *

—:*:—

রাসলীলা শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীকৃষ্ণের আকার সম্বন্ধে লিখিয়াছি যে, স্বয়ং সচ্চিদানন্দবিগ্রহ গর্ব্বিত দৈত্যগণে সমাচ্ছন্ন ভূরিভারে আক্রান্তা ধরণীর ভার হরণোদ্দেশে মায়া-মনুষ্যাকারে স্বেচ্ছায় দেহধারণ করিয়া লীলা দেখাইয়াছিলেন। যে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, আদিকল্পে সপ্তলোক সৃষ্টি করিবার ইচ্ছায় মহত্তত্ত্ব প্রভৃতির দ্বারা পূর্ণ বিরাট রূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন ও যিনি পরে ব্রহ্মাদির রূপ ও প্রয়োজনানুসারে স্বয়ম্ভুব্ মন্বন্তরাদিতে পৃশ্নিসুতপার ও অদিতি-কশ্যপের পুত্ররূপে ও পরে শ্রীরামচন্দ্রাদিরূপে জগৎ ব্রহ্মাণ্ডে লীলা দেখাইয়া ছিলেন তিনিই দ্বাপরের শেষভাগে বৃষ্ণিবংশে দেবকী বসুদেবের পুত্ররূপে দেহ ধারণ করেন। কেহ কেহ বলেন ঐ দেহে ভূতভৌতিক পদার্থের সম্পর্ক ছিল না। উহা চৈতন্য আত্মা সংযুক্ত কার্য্যনিষ্পাদনোপযোগী ত্বক, নয়ন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, বুদ্ধি, মন, বাক, পাণি, পাদ, প্রাণ, অপান, ব্যান ইত্যাদি সপ্তদশ বা উনবিংশতি ইন্দ্রিয় ও অবয়ব বিশিষ্ট দেহ। ঐ প্রকার দেহে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, বুদ্ধি, মন, পঞ্চপ্রাণ বা পঞ্চবায়ু সংযুক্ত থাকে। উহাতে মজ্জা, বসা, রুধির, অস্থি, পেষী, পাকস্থলী আদি স্থূল বস্তু থাকে না। সকল দেহীর জীবদ্দশায় ঐ প্রকার সূক্ষ্ম শরীর দেহাভ্যন্তরে অবস্থিতি করে, মরণের পরেও তাহার স্বত্বা যায় না।

---

* উৎসব পত্রিকা, আষাঢ়, ১৩৩৩।

ঐ প্রকার প্রচ্ছন্ন আকার বহির্নয়নের দ্রষ্টব্য নহে। উহা কেবলমাত্র অন্তর্নয়নে দেখিতে পাওয়া যায়। যোগাসনে বসিয়া মনকে বিশেষরূপে উন্নত করিতে পারিলে বা স্থূল দেহ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া মনকে জাগ্রত করিতে পারিলে ঐ প্রকার দেহের দর্শন লাভ হয়। সূক্ষ্মদর্শীরা ঐ প্রকার দেহ দেখিতে পান। আবার সাত্ত্বিক ভক্তগণের কর্ম্মফল দানের জন্য শ্রীকৃষ্ণ অবস্থা ও ক্ষেত্র বিশেষে তাঁহাদের দিব্য চক্ষুদান করেন ও তদবস্থায় তাঁহাকে যে ভক্ত যে প্রকারে ভাবনা করেন অমূর্ত্তিক হইলেও সহজেই তিনি তাঁহাকে তদাকারে বা সেই মূর্ত্তিতে দেখা দেন। সাত্ত্বিক ভক্ত না হইলেও তিনি তাহাকে তাঁহার করুণা হইতে বঞ্চিত করেন না, কারণ তিনি, পাপীতাপীর আশ্রয়, তিনি দীনবন্ধু, তিনি করুণাময়, তিনি আশ্রিতবৎসল। তবে সুদুরাচারীগণের হৃদয়ে অনুতাপ হওয়া প্রয়োজন। অনুতপ্তগণের দুঃখিত হৃদয়ে, সজলনয়নে, যোড়করে, তাঁহার প্রসন্নতা ভিক্ষা করা আবশ্যক।

মহাগ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের আকার সম্বন্ধে কতিপয় শ্লোকে (১) লিখিত আছে তিনি মনুষ্য দেহ আশ্রয় করিয়াছিলেন। ঐ গ্রন্থের

---

(১) দেহং মানুষমাশ্রিত্য কতিবর্ষাণি বৃষ্ণিভিঃ।
যদুপুর্য্যাং সহাংবাৎসীৎ পত্যুঃকৃত্যভবন্ প্রভোঃ॥
১১।১।১০ম স্কন্ধঃ শ্রীমদ্ভাগবতম্

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
৩৭।৩৩।১০ম স্কন্ধঃ। ঐ

অপ্যন্ত বিষ্ণোর্ম্মনুজত্বমীয়ুষো, ভারাবতারায় ভুবো নিজেচ্ছয়া
১০।৩৮।১০ম স্কন্ধঃ। ঐ

জনৈক টীকাকার শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামী মহাশয় একটি শ্লোকের "মানুষং মনুষ্যাকারং পরমসুন্দরং দেহং প্রকটীকৃত্য সচ্চিনানন্দ ঘনত্বেন তস্তত্বাৎ" এই অর্থ করিয়াছেন। শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় ঐ শ্লোকের "পরমাত্মানরাকৃতি" এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। (২) আবার শ্রীকৃষ্ণের আকার সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় লিখিত আছে যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সখা ও পরম ভক্ত পার্থকে বলিয়াছিলেন যে, যে ব্যক্তি, তাঁহাকে মানুষ দেহধারী বলিয়া জ্ঞাত আছে সে মূঢ়। (৩)

বেদ বিভাগকর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করিয়া তাঁহার কৃত বেদের উত্তর মীমাংসায় জীবই ব্রহ্ম এই মত প্রতিপাদন করেন, আবার দেবর্ষি নারদের উপদেশানুসারে বা তাঁহার মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ভক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া তাঁহার শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণরূপী পরমব্রহ্ম আত্মভাব, আত্মশক্তি গোপন করিয়া আশ্রমশ্রেষ্ঠ গৃহস্থাশ্রমে মনুষ্যোচিত নানাকর্ম্ম করিয়াছিলেন ইহাই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাবগবতে লিখিত শ্রীকৃষ্ণের বসুদেব পত্নী দেবকীর অষ্টম গর্ভে জন্ম প্রসঙ্গিকী কথা, তাঁহার বাল্য, পৌগণ্ড, কিশোর যৌবনাদি সময়ের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ যেমন সংসারাশ্রমের তৎকালিক মনুষ্যোচিত, তেমনি

---

(২) To attract the minds of ignorant people the authors of Shastras have allegorically explained the (Omnipresence) of formless Brahman—Principles of Tantra Vol 2 by Arthur Avalon·

(৩) অবজানান্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্। গীতা নবম অধ্যায় ১১ শ্লোক।

অচিন্তনীয় অনাদির্বাদি গোবিন্দোচিত। শ্রীকৃষ্ণের বাল্য, পৌগণ্ডও কৈশোরাবস্থায় শ্রীগোকুলে ও শ্রীবৃন্দাবনে নন্দযশোদালয়ে ব্রজরাজের স্বভুক্ত শেষ চর্ব্বিত তাম্বুল আনন্দে ভক্ষণ, গোপবালকগণের সহিত মানস গঙ্গাতীর্থে ও যমুনাতীরাদিতে বেণু, শৃঙ্গ ও বৎসতারণ বেত্র সহ গোচারণ ও গোচারণকালে শ্রীদামাদি বয়স্যগণের সহিত মল্লযুদ্ধ ক্রীড়া, তাঁহার কলবাক্য দ্বারা শুকপক্ষীর ও কোকিলের শব্দ অনুকরণ, তাঁহার ময়ুরগণের অভিমুখী হইয়া তদনুরূপ নৃত্য, তাঁহার ব্যাঘ্রের ন্যায় গর্জ্জনের দ্বারা হরিণগণকে ভয়প্রদর্শন, তাঁহার ধনুর্যজ্ঞ দর্শনচ্ছলে রাজধানী মথুরানগরে গমনপূর্ব্বক রথমধ্যে যাদবগণের ও তাঁহার আজন্ম-শত্রু ভোজরাজ মাতুল কংশের ও তাঁহার অনুজগণের নিধন, তাঁহার যথাকালে উপনয়ন সংস্কার লাভ করিয়া দ্বিজত্বপ্রাপ্তি-পূর্ব্বক যদুকুলের আচার্য্য গর্গঋষির নিকট হইতে গায়ত্র ব্রতগ্রহণ, তাঁহার আত্মজ্ঞান জন্য সান্দীপণি গুরুর নিকট ষড়ঙ্গ উপনিষদ্, ধনুর্ব্বেদ, আন্বীক্ষিকী ষড়বিধ রাজনীতি বিদ্যাশিক্ষা,তাঁহার মথুরার সিংহাসনে আরোহণ,তাৎ-কালীন প্রথানুসারে রাজকন্যাগণের সহিত বিবাহ পুরে বিদর্ভাধিপতি ভীষ্মক রাজদুহিতা রুক্মিণীকে হরণ ও বিবাহ, তাঁহার মাতুলানি অস্তিও প্রাপ্তির পিতা রাজা জরাসন্ধের দ্বারা মথুরা অবরোধকালে ত্রয়োবিংশতি অক্ষৌহিণী সৈন্যের নিপাত, তাঁহার রাজা কালযবন ও জরাসন্ধের পরাভব, তাঁহার শত্রু হস্ত হইতে আত্মীয়গণকে রক্ষা করিবার মানসে সমুদ্র গর্ভে বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিশালপুরী ও দুর্গ নির্ম্মাণ, তাঁহার পাপিষ্ঠ রাজা দুর্য্যোধনাদি পুত্রগণের প্রতি একান্ত আসক্ত বুদ্ধি এবং পরমধার্ম্মিক. যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃপুত্রগণের প্রতি বিষমবুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্রের

ধ্বংসের জন্য কুরুক্ষেত্র মহাসমরে স্বয়ং অর্জ্জুনের রথে সুদর্শনাদি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া ও পাঞ্চজন্য শঙ্খ ধারণ করিয়া সারথ্য গ্রহণ ও মন্ত্রদান সকল কর্ম্মই দেশকালোচিত এবং মনুষ্যোচিত। আবার শৈশবে পূতনা, অঘ, অরিষ্ট, বক, প্রলম্ব, ধনুক, তৃণাবর্ত্ত আদি দৈত্যগণের অনায়াসে বিনাশ, দাবানল উপশমন, সপ্তাহকাল গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ঊর্দ্ধে ধারণ করত জলপ্লাবন হইতে ব্রজস্থ মনুষ্য পশু পক্ষাদি প্রাণিগণের প্রাণরক্ষা, যমুনা পুলিনে গোচারণকালে মধ্যাহ্নে আহার সময়ে মণ্ডলাকারে বেষ্টিত গোপবালকগণকে একত্রে সমভাবে আত্ম-অবয়ব প্রদর্শন (৪) নবম বর্ষ বয়ক্রম কালে দাম্পত্য প্রেমের পরাকাষ্ঠা বিকাশ জনক রাসমণ্ডলীতে অদ্ভুত বিহারকালে হ্লাদিনী শক্তির শিরোমণি স্বরূপা, ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্র সফল-জন্মা মহাভাবাত্মিকা ভক্তিসিদ্ধা ভগবৎ প্রেয়সী ব্রজবাসিনী গোপবধূগণের প্রত্যেকের সহিত একত্রে সমভাবে ভূজদ্বয়ের দ্বারা কণ্ঠ আলিঙ্গন, রমণ ও প্রীতিদান, বা মথুরা যাত্রাকালে রথে সমাসীন থাকিয়া ভক্ত শ্রেষ্ঠ গান্দিনীতনয় অক্রূরকে তাঁহার মাধ্যাহ্নিক অনুষ্ঠেয় ক্রিয়া সম্পাদন কালে যমুনা হ্রদে আবির্ভাব ও আত্মরূপ দর্শন, গুরু সান্দীপণির মৃত পুত্রকে যমরাজ্য হইতে আনয়ন করিয়া গুরুদক্ষিণা স্বরূপ তাঁহার মৃত পুত্রকে জীবন্ত করিয়া দান, এবং কুরুক্ষেত্র মহাসমরের পূর্ব্বাহ্নে কারুণ্য বশংবদ হইয়া শরাসন পরিত্যাগী একান্ত ভক্ত সহোদর কল্প বীর শ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের হৃদয় দৌর্ব্বল্য দূরীকৃত করিবার মানসে তাঁহাকে দিব্যচক্ষুদান ও তাঁহার হৃষীকেশ

(৪) সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোক্ষি শিরোমুখং।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥

রূপদর্শন, এই সকলই তাঁহার অদ্ভূত ব্রহ্মাখ্যচিদঘনমূর্ত্তি ধারণের পরিচায়ক।

আমরা উপরে লিখিয়াছি যে শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রথমে জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করিয়া বেদের উত্তরমীমাংসায় জীবই ব্রহ্ম এই মত প্রতিপন্ন করিয়া পরে দেবর্ষি নারদের পরামর্শানুসারে বা মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, ভক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত্ গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত লীলার কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণলীলা অতি কঠিন ও দুর্বোধ্য। উহা যোগিশ্রেষ্ঠ মহাদেব, ভক্ত চূড়ামণি নারদ এবং পরম-জ্ঞানী কপিল মাত্র সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়া ছিলেন। কথিত আছে যে শুদ্ধবুদ্ধি মহাত্মা পরীক্ষিৎ পর্য্যন্ত ঐ গ্রন্থে লিখিত শ্রীকৃষ্ণলীলা তত্ত্ব সম্যক বুঝিতে পারেন নাই, সুতরাং তাঁহাকে সন্দিগ্ধ-চিত্তে স্থানে স্থানে শ্রীকৃষ্ণলীলা বিশারদ মুনিবর শুকদেবকে ঐ লীলার অর্থ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে হইয়াছিল। সুতরাং ঐ মহাগ্রন্থের কোন বিষয় অবলম্বনে আমাদের মতামত প্রকাশ করা বাতুলতার পরিচয় দেওয়া মাত্র। তবে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইয়া ঐ গ্রন্থে লিখিত কোন কোন বিষয়ের যথা জ্ঞানে চর্চ্চা মাত্র করিলে বোধ হয় সহস্র অপরাধ মার্জ্জনীয়। এই বিশ্বাসে শ্রীকৃষ্ণের আকার সম্বন্ধে মনের ধারণা এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে ব্যক্ত করিতেছি মাত্র।

আমাদের মনে হয় জীব ব্রহ্মবাদী শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন সগুণ শ্রীকৃষ্ণা-বতারের লীলা কীর্ত্তন করিতে যাইয়া স্বীয় "জীবই ব্রহ্ম" এই মতের সহিত অদ্ভুতরূপে সামঞ্জস্য রাখিয়াছেন। বাস্তবিক জীবে যদি অল্লাবিক ব্রহ্ম শক্তি না থাকিত, তাহা হইলে জীবের উৎপত্তি পর্য্যন্ত হইত না।

তবে জীবে ব্রহ্মশক্তির অল্পাধিক তারতম্য আছে। একটি ক্ষুদ্র কীটের সহিত মানব শক্তির তুলনায় যে অল্পাধিক তারতম্য আছে তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। ব্রহ্মাণ্ডে কোন কোন পদার্থ প্রত্যক্ষ হয়, কোন কোন পদার্থ চর্ম্ম চক্ষে প্রত্যক্ষ হয় না। দেবতাগণকে সাধারণ শক্তি বিশিষ্ট মানবগণ দেখিতে পান না। মানব সৃষ্টিতেই ভগবান তাঁহার অনন্ত শক্তি নিয়োগ করেন নাই। মানবের অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ জীব ব্রহ্মাণ্ডে আছে। ব্রহ্মাণ্ডের স্তরে স্তরে ভূঃ ভূব, স্বঃ, মহঃ, জন, তপ ও সত্য লোকাদিতে উচ্চ, উচ্চতর, উচ্চতম, দেবতাগণে যে ব্যাপ্ত তাহাতে সন্দেহ নাই। সত্ত্বগুণের প্রাধান্য হেতু তাঁহাদের শক্তি ও গুণ এ জগতের মানবগণের শক্তি ও গুণ অপেক্ষা অনেক অধিক। শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়নকে তাঁহার বেদান্ত দর্শনে লিখিত মতের সহিত সামঞ্জস্য রাখিতে যাইয়া তাঁহাকে কদাচিৎ তাঁহার শ্রীকৃষ্ণকে সাধারণ মানবের ন্যায় সাজাইতে বা দেখাইতে হইয়াছিল, কদাচিৎ তাঁহাকে অদ্ভুত গুণ ও শক্তি বিশিষ্ট "গোদ্বিজসুরার্ত্তিহরাবতার-বিশ্বেশ বিশ্বাত্মন" রূপে সাজাইতে ও দেখাইতে হইয়াছিল। যে কৃষ্ণ সাধারণ গৃহস্থ বালকের ন্যায় শৈশবে পিতৃভুক্ত শেষ চর্ব্বিত তাম্বুল মুখে দিয়া আনন্দে নৃত্য করিতেন, যে কৃষ্ণ, বৃন্দাবনের ও গোকুলের মাঠে বৎসতারণ বেত্র সহ গোচারণে দিনাতিপাত করিতেন, যে কৃষ্ণ বয়স্যগণের সহিত মল্লযুদ্ধ ক্রীড়া ও বহুবিধ আমোদ প্রমোদ করিতেন, যে কৃষ্ণ দেশকালোচিত রীতি ও ব্যবহারানুসারে আচার্য্যের নিকট গায়ত্র ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, যে কৃষ্ণ গুরু সন্নিধানে ষড়ঙ্গ উপনিষদ্ ধনুর্ব্বেদ ও রাজনীতি শিক্ষা করিয়াছিলেন, যে কৃষ্ণ প্রতিহিংসা বশে যাদবগণের

চিরশত্রু ভোজরাজ কংশের বংশ নিপাত করিয়াছিলেন, যে কৃষ্ণ রাজা কালযবন ও মগধ রাজের হস্ত হইতে আত্মীয়গণকে রক্ষা করিবার মানসে সমুদ্রগর্ভে দ্বারকা নগরীতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিশালপুরী ও দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, যে কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে অর্জ্জুনের রথে সারথির কষা কৌশলে ধারণ করিয়া রথ চালাইয়াছিলেন এবং ক্রোধান্ধ হইয়া অসুরের ন্যায় সুদর্শন চক্র ধারণ করতঃ সর্ব্বগুণসম্পন্ন ভীষ্মদেবের বধের জন্য উদ্যত হইয়াছিলেন, সেই কৃষ্ণই শৈশবে অমানুষিক শক্তি দেখাইয়া গোবর্দ্ধন গিরি সপ্তাহ-কাল ঊর্দ্ধে ধারণ করিয়াছিলেন, বৃন্দাবনের মাঠে গোচারণ করিতে করিতে মধ্যাহ্ন আহার কালে মণ্ডলাকারে বেষ্টিত বহুবয়স্য গোপবালকগণকে তাঁহার বহুবাহুরূপ পাদম্ বহুদর যুক্ত দিব্য আকার দেখাইয়া বহু দৈত্য দানবকে নিমেষের মধ্যে সংহার করিয়াছিলেন, নবম বর্ষে রাসমণ্ডলীতে সহস্র সহস্র গোপীগণের সহিত একত্রে আলিঙ্গন ও রমণ করিয়াছিলেন, গুরু সান্দীপণির মৃত পুত্রকে জীবিত করিয়া গুরু দক্ষিণা দিয়াছিলেন এবং কুরুক্ষেত্র মহাসমরে অর্জ্জুনকে নান্তংনমধ্যং ন আদিং সর্ব্বব্যাপী দেবাদি দেবের রূপ দেখাইয়াছিলেন। অপরদিকে সগুণ ব্রহ্মের গুণ ও শক্তি বুঝাইতে হইলে দুইটি বিপরীত (৫)

(৫) "Where there is a manifestation there is a double aspect of the One form and life. In the universe or any body in a universe both aspects must be present; they are inseperable and that every where in the great and small there is the double, aspect of the one, underlying life and mind."

Piligrimage of the Soul by Vivekananda.

গুণাবলম্বী বস্তুর সহিত তুলনা করিতে হয়। সেই জন্য শ্রীকৃষ্ণরূপী সগুণ ব্রহ্মের রূপ ও গুণ কীর্ত্তন করিতে হইলে সেই শ্রীকৃষ্ণকে কখন সাধারণ মানব ও কখন সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তি সম্পন্ন পুরুষ রূপে দেখাইতে হইয়াছিল, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের আলোক দাতা হইলেও তাঁহাকে কৃষ্ণ বর্ণে (৬) রঞ্জিত করিতে হইয়াছিল।

আমরা এই প্রবন্ধে শ্রীকৃষ্ণের আকার সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলেচনা করিতে প্রবৃও হইয়াছি। আমাদের মনে হয় পূর্ব্বে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের রূপ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডময় ব্যাপ্ত। একটী কীটের আকার, একটী পতঙ্গের আকার, একটী গো হরিণাদি পশুর আকার, একটী দরিদ্র মনুষ্যের আকার, একটী সসাগরা সদ্বীপের অধীশ্বরের আকার, একটী বৈরাগীর আকার, একটী মহর্ষির আকার, একটী দেবর্ষির আকার সকলই শ্রীকৃষ্ণের আকার মাত্র। একই শ্রীকৃষ্ণ বহুরূপে ব্যাপ্ত। সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই তিন মূর্ত্তি ও শ্রীকৃষ্ণের ভিন্ন ভিন্ন রূপ মাত্র। প্রদ্যুম্ন রজঃ প্রধান, অনিরুদ্ধ সত্ত্ব প্রধান, এবং সঙ্কর্ষণ তমঃ প্রধান। এই তিন রূপ একত্র হইয়া শ্রীকৃষ্ণেব চতুর্ব্যূহ তত্ত্ব সৃষ্ট হইয়াছে। সাধক ও

---

(৬) বৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে, যে বস্তু সর্ব্ব প্রকারের আলোক গ্রাস করে তাহাই কৃষ্ণ বর্ণে প্রকাশ পায়। এই বৈজ্ঞানিক নিয়মানুসারেই বোধ হয় মহর্ষি বেদব্যাস, দ্বাপরের অবতার তাঁহার শ্রীকৃষ্ণকে কৃষ্ণবর্ণে চিত্রিত করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ দেহে সকল বর্ণই—বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যত্ত্বকিঞ্চ—সমস্তই লুপ্ত আছে।

ছান্দোগ্যোপনিষদে কৃষ্ণরূপ অন্নেররূপ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যথা—"যৎকৃষ্ণং তদন্নস্য"

ভক্তগণ ভগবানের ভিন্ন ভিন্ন রূপ চিনিতে পারেন। হৃদয়ে তন্ময়তা জন্মাইলে ভেদ মোহের অপগম হয়।

শ্রীকৃষ্ণের আকার সম্বন্ধে কয়েকটী শ্লোক ঃ—

(ক) কৃতবান্ কিল কর্ম্মাণি সহরামেণ কেশবঃ।
অতি মর্ত্ত্যানি ভগবান গূঢ় কপট মানুষঃ॥
২০।১।১ম স্কন্ধঃ শ্রীমদ্ভাগবত্ম

(খ) ও নমো ভগবতে তুভ্যং বাসুদেবায় ধীমহি।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ। ৩৭
ইতি মূর্ত্ত্যভিধানেন মন্ত্র মূর্ত্তিমমূর্ত্তিকম্।
যজতে যজ্ঞপূরুষং স সম্যগ্ দর্শনঃ পুমান্॥ ৩৮
৫ অ। ১ম স্কন্ধঃ ঐ

(গ) শ্রীবৎসলক্ষ্মং গলশোভিকৌস্তুভং পীতাম্বরং সান্দ্র পয়োদ সৌভগম্ ১০।৩।১০ম স্কন্ধঃ ঐ

(ঘ) নীল কুন্তলৈর্ব্বনরুহাননং বিভ্রদাবৃতম্ ধনরজস্বলং।
১২।৩১।১০ম স্কন্ধঃ ঐ

(ঙ) সুনসং সুস্মিতেক্ষণম্। ১৯।৪৬।১০ম স্কন্ধঃ

(চ) দর্শনীয়তমং শ্যামং পীত কৌশেয় বাসসম্॥
শ্রীবৎস বক্ষসং ভ্রাজৎ কৌস্তুভামুক্ত কন্ধরম্।
পৃথুদীর্ঘ চতুর্ব্বাহুং নব কঞ্জারুণেক্ষণম্॥
নিত্যপ্রমুদিতং শ্রীমৎ সুকপোলং শুচিস্মিতম্।
মুখার বিন্দং বিভ্রাণং স্ফুরন্মকর কুণ্ডলম্॥ ৩।৫।১০ম
স্কন্ধঃ ঐ

মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহার শ্রীমদ্ভাগবতের স্থানে স্থানে উপরে উদ্ধৃত শ্লোক গুলিতে যে শ্রীকৃষ্ণের আকার এক প্রকারে বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা গ্রন্থে সেই শ্রীকৃষ্ণকেই নিম্নে উদ্ধৃত শ্লোকে স্বতন্ত্র রূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তাৎ
লোকান সমগ্রান্ বদনৈর্জ্জলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং
ভাসস্ত বোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো। ৩০।১১ অধ্যায়।

এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ডে বস্তু সকলের শ্রীকৃষ্ণের চতুর্দ্দিকে নিরন্তর বেষ্ঠন যেমন রাসলীলা ও আকাশাদি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত ঝঙ্কার ধ্বনি যেথন শ্রীকৃষ্ণের বাঁশরির শব্দ, তেমনি এই ব্রহ্মাণ্ডের ভূতভৌতিক পদার্থ সকল যে কোন আকার ধরেণ করে, সকলই শ্রীকৃষ্ণের আকার বা মূর্ত্তি। (৭) ভক্তের প্রেমের তারতম্যানুসারে শ্রীকৃষ্ণের আকারের স্ফুরণ হয়। তিনি জ্ঞানী ও কর্ম্মী পার্থকে নীলকুন্তলৈর্ব্বনরুহাননং, দর্শনীয়তমং, শ্যামং ইত্যাদি নটবর শ্রীকৃষ্ণরূপে হয়ত প্রকাশ্যে দেখা দেন নাই। আমাদের মনে হয়, সফলজন্ম গোপবালকগণকে মহাভাবাত্মিকা ভক্তি সিদ্ধা শ্রীবৃন্দাবনের গোপবধুগণকে বা এ জগতের সরলা, শ্রদ্দধানঃ বা ভক্তিপূর্ণা সর্ব্বকামনিবেদিতপ্রাণা নারীগণকে তিনি প্রেম ভরে তাঁহাদিগকে সুন্দর আকারে নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহাদিগকেই মনোহর

---

(৭) যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মেন প্রণশ্যতি।
৬ষ্ঠ অঃ গীতা।

নটবর মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছিলেন। যাহাই হউক আমাদের আরও মনে হয়, পুণ্যশ্লোক দেবকী—বসুদেব, যশোদা—নন্দরাজ, শ্রীদামাদি অনুগত বয়স্য সরলপ্রকৃতি, গর্ব্ব শূন্য, অসংশয়চিত্ত, গোপবালকগণ, ভক্তপ্রধানা, আত্মহারা, শ্রীবৃন্দাবনের গোপীগণ বা চিত্তস্থৈর্য্যপ্রার্থী ইক্ষ্বাকুবংশীয় ক্ষত্রিয় মুচকুন্দ, ভক্তশ্রেষ্ঠ, কল্যাণকৃৎ শ্রীঅক্রূর (৮) অচলাশ্রদ্ধাসম্পন্ন শ্রীনারদাদি (৯) ঋষিগণ, শ্যামং, পীতকৌশেয় বাসসম, (১০) সুনসং সুস্মিত লক্ষণম্, আনন্দৈকরস মূর্ত্তি, দর্শনীয়তম ইত্যাদিরূপে বর্ণিত যে আকার বিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া তাঁহার চরণতলে ভক্তিভরে আত্মাহুতি দিয়া আত্মহারা হইয়াছিলেন, সেই-রূপই, সেই আকারই ভক্তের চক্ষে তাঁহার প্রকৃত আকার বলিয়া মনে হয়। নিতান্ত পক্ষে সেই মনোমুগ্ধকর আকারে তাঁহাকে দেখিতে পাইলে কম্পান্বিত হইতে হয় না বরঞ্চ বড়ই সুখানুভব হয়—আনন্দে আত্মাহারা হইতে হয়। তিনি যে তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গী শ্রীরাধার সহিত

---

(৮) অক্রূর উচাচ—"অহন্তু নারায়ণ দাস দাস-দাসস্য দাসস্য চ দাস দাসঃ।"

(৯) নারদ—"জন্মান্তর সহস্রেষুতপোধ্যান্ সমাধিভিঃ।
নরাণাং ক্ষীণপাপানাং কৃষ্ণে ভক্তি প্রজায়তে॥

(১০) ভীষ্মদেব রণক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণকে সারথিরূপে দর্শন করিয়া অনেকটা মুগ্ধ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু দেহত্যাগ কালেই তাঁহার সম্মুখস্থ সেই শ্রীকৃষ্ণকে উজ্জ্বল পীতবসনধারী (লসৎ পীতপটে) শঙ্খ-চক্রগদাপদ্ম শোভিত চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে তৃষ্ণাশূন্য হৃদয়ে দেখিয়া তাঁহার আশ্রয় লইয়াছিলেন।

সদাযুক্ত তাহা আমরা পূর্ব্বে পূর্ব্বে বলিয়াছি। দেবর্ষি নারদের মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের সকল সম্প্রদায়ের মানবের হৃদয়ে নারায়ণের বা আদিস্রষ্টার প্রতি ঐকান্তিক ভক্তির ও প্রেমের স্রোত বৃদ্ধি করাইবার মানসে তাঁহার শ্রীমদ্ভাগবৎ গ্রন্থের সর্ব্বত্র শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেই মনোমুগ্ধকর রূপের কীর্ত্তন করিয়া ত্রিভুবনের চক্ষে ধন্য হইয়াছেন। অধিকন্তু যাহাতে এই পুণ্য ক্ষেত্রের প্রত্যেক পিতা শ্রীবসুদেবের ও শ্রীনন্দের ন্যায় ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হইয়া আপনাপন সন্তান সন্ততিকে বিষ্ণু প্রেরিত মনে করিয়া বাৎসল্য ভাবের চরম দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারেন, যাহাতে প্রত্যেক বয়স্য প্রত্যুপকারের আশা ত্যাগ করিয়া আপন বয়স্যের হৃদয়ে সখা ভাবাত্মক প্রেম প্রকটিত করিতে পারেন, যাহাতে প্রত্যেক নারী আপন পতির সহিত সদাযুক্তা থাকিয়া এই সংসার সমুদ্রের তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে তাঁহাকে দেবতা জ্ঞানে ভক্তি করিতে শিক্ষা করেন, ও গৃহস্থাশ্রমের শ্রেষ্ঠতা জগতে প্রতিপন্ন করিতে পারেন সেই অভিপ্রায়ে, এবং প্রত্যেক মানব হৃদয়ে যাহাতে দয়া, মমতা, স্নেহ, বাৎসল্য, প্রেম, নারায়ণে ঐকান্তিক ভক্তি প্রভৃতির সঞ্চার ও বিস্তার হয়, এবং সর্ব্বশেষে যাহাতে দুর্য্যোধনাদির ন্যায় অভক্ত ও অত্যাচারিগণের দমন ও সংশোধন হয় এবং যুধিষ্ঠিরাদির ন্যায় ভক্ত ও শিষ্টগণের পালন হয়, শ্রীকৃষ্ণ লীলা কীর্ত্তনে মহর্ষি বাদরায়ণের ও দেবর্ষি নারদের তাহাও একটি স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য ছিল। আমাদের আরও মনে হয় যদি প্রত্যেক নর নারী আত্মদেহে সর্ব্বশক্তিমান প্রকৃতি-পুরুষ বা শিব-শক্তি বা শ্রীরাম সীতা, শ্রীরাধাকৃষ্ণরূপে বাস ও বিরাজ করিতেছেন, ইহা

বিবেচনা করিয়া সংসারাশ্রমে নিমেষের জন্য যাহাতে পাপাসক্ত না হন ও আত্মদেহেস্থিত সেই শিবশক্তির সেই শ্রীরামসীতার, সেই শ্রীরাধাকৃষ্ণের পরিতোষণার্থে আচরিত সর্ব্বকর্ম্ম নিবেদন করিতে নিত্য চেষ্টা ও শিক্ষা করেন তাহা হইলে, তাঁহাদের কোন তীর্থে গমন করিতে হয় না এবং তাঁহারা এ জনমেই উদ্ধার হইতে পারেন, বেদান্ত-প্রণেতা-জীবব্রহ্মবাদী শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন তাঁহার শ্রীমদ্ভাগবতে এ সঙ্কেতও করিয়াছেন। ফলে জীব ব্রহ্মবাদিকে ও ভক্তিযোগ শিক্ষাদাতা শ্রীকৃষ্ণ লীলা কীর্ত্তনকারীকে আমরা যে চক্ষেই দেখি না কেন, যে ভাবে ভাবি না কেন তিনি যে সমগ্র জগতের হিতাকাঙ্ক্ষী,প্রশান্তমনা, সর্ব্বসম্মত ধর্ম্মপ্রচারক, তিনি যে যথার্থই "অভাল লোচনঃ শম্ভু ভগবান বাদরায়ণ" তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। নমঃ বাসুদেবায়ঃ। নমঃ ব্যাসদেবায়ঃ।

গীত ঃ—

হরি! কোনটি তোমার আসল রূপ
সুধাই তোমারে?
তোমার আসলরূপ, কেউ না জানে
আমার মনে এঁইত হয়।
তোমায় যে ভক্ত যেরূপে দেখে,
তার কাছেতে তাহাই রূপ!
তুমি প্রহ্লাদের হরি, অর্জ্জুনের সখা,
আবার যশোদার ননিচোরা
রুক্মিণীর বর!

বৃন্দাবনের গোপীগণ, তোমায় দেখে আত্মহারা !
তোমার গলা ধরে নৃত্য করে, বাঁশী শুনে পাগল হয় !
আমি নয়ন মুদে যেরূপ ভাবি
আমার তুমি তাহাই হও।
বাসনা হৃদয়ে পুষে, বারে বারে ইচ্ছা হয়,
কবে আমি গোপী হয়ে তাদের মত পাগল হব ?
নটবর রূপ দেখে চখে আত্মহারা সদা হব !
"আমি" কথা মুখ থেকে ভুলে আর বলবো নাকো।

নিবেদন

রাধানাথ সীতাপতি পার্ব্বতীর প্রাণ।
অক্ষর অনাদি দেব পুরুষ পুরাণ॥
চন্দ্রমা আদিত্য তুমি, ব্রহ্ম প্রজাপতি।
বায়ু, শুক্র, জল, তুমি তেজোময় জ্যোতি॥
যে দিকে ফিরাই আঁখি, তোমারেই হেরি।
যত্বকিঞ্চ তাই তুমি, আহা মরি মরি॥
সংসার সমুদ্রে ডুবে, যে যাতনা পাই।
কর্ম্ম দোষে ভুগি আমি, কারো দোষ নাই॥
তোমার অনন্ত কৃপা, সদাভাবি মনে।
নতুবা জন্মিব কেন, বিপ্রের সদনে॥?
যে দেশে কপিল মুনি দেব পতঞ্জলি।
তীর্থ ভূমি করেছেন, দিয়ে পদধুলি॥

যে দেশেতে ব্যাসদেব, ভাগবত রচি।
শ্রীকৃষ্ণের লীলা গেয়ে, করেছেন শুচি ॥
ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝাবারে, বসি যোগাসনে।
কবি গুরু ধন্য হন, রামায়ণ গানে ॥
যে ভারতে হরিগুণ শ্রবণ কীর্ত্তন।
বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম যথা, নিয়ত পালন ॥
আসক্তি বন্ধন যথা, ছিন্ন ভিন্ন করি।
কৃষ্ণ প্রেমে মত্ত থাকে, বহু নরনারী ॥
সেই দেশে জন্ম মম, তোমার কৃপায়।
ভক্তের সহায় তুমি, ওহে দয়াময় ॥
তোমার অনন্ত কৃপা, সদা ভেবে মনে।
নিবেদন করি আমি তোমার সদনে ॥
শেষ দিনে শেষ ক্ষণে, ধাতুগত প্রাণ।
ষড়চক্র ভেদি ঊর্দ্ধে, করিবে প্রয়াণ ॥
সেই কালে কৃপা করি ওহে বংশীধারী।
দেখা দিও অকিঞ্চনে ভক্তের শ্রীহরি ॥
প্রার্থনা পুরিলে মম সকল সংশয়।
দূর হবে আর হবে, সর্ব্বপাপ ক্ষয় ॥

সমাপ্ত

"পূজনীয় গুরুদাস" সম্বন্ধে

সংক্ষিপ্ত অভিমত

——ঃ*ঃ——

১। ডক্টার দীনেশ চন্দ্র সেন :—"শ্রীযুক্ত জ্ঞানানন্দ রায় চৌধুরী মহাশয় প্রণীত "পূজনীয় গুরুদাস" শীর্ষক পুস্তকখানি আদ্যন্ত পাঠ করিয়াছি। এই পুস্তক লিখিতে অনেক খড়-কুটোর দরকার হইয়াছে। কোন ব্যক্তি গুরুদাস বাবুর সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া বহুকাল যাবৎ নোট সংগ্রহ না করিলে এই বই লিখিতে পারিতেন না। জ্ঞানানন্দ বাবু এক্ষেত্রে বসোত্রলের কাজ করিয়াছেন। তিনি নিপুণকারিগরের মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় এরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে এরূপ কৌতুহলোদ্দীপক ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন, যে গুরুদাস বাবুকে আমরা এই চরিত কথায় অতি সহজ ভাবে একান্ত আত্মীয় ও অন্তরঙ্গের মত সাধারণ মনুষ্যোচিত গুণ বিশিষ্ট দেখিতে পাই। এরূপ চরিতকথা লেখা বড় শক্ত কাজ; যোগীন বাবু মাইকেল জীবনে, নগেন বাবু রামমোহন রায়ের ও চণ্ডীবাবু বিদ্যাসাগরের জীবন চরিত্রে এত খুটি নাটি দিতে পারেন নাই। আমরা এই জীবনী খানি পড়িয়া বড়ই সুখী হইয়াছি। + + +"

২। **দৈনিক বসুমতী**:—১৩৩১ সাল। ১২ই অগ্রহায়ণ। আমরা শ্রীযুক্ত জ্ঞানানন্দ রায় চৌধুরী প্রণীত "পূজনীয় গুরুদাস" নামক সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের চরিত কথা পাইয়া ও পাঠ করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিয়াছি। ইহাতে গুরুদাস বাবুর কর্ম্মবহুল জীবনের ইতিহাস সরল ও সম্পূর্ণভাবে বিবৃত হইয়াছে। এই পুস্তকের মধ্যে গ্রন্থকার এত ঘটনা বিবৃত করিয়াছেন যে, সেজন্য তাঁহার রচনা কৌশলের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। + + আজ যখন আমরা পুরাতনের আদর করিতে শিখিতেছি—আত্মস্থ হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছি, তখন গুরুদাস বাবুর চরিত কথা পাঠে যে আমাদের উপকার হইবে সে বিষয়ে আর সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না।"

৩। **ভারতবর্ষ**। সন ১৩৩১, পৌষ :—"প্রাতঃস্মরণীয় পরলোকগত সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের একখানি বিস্তৃত জীবন-চরিত বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত হওয়া যে প্রয়োজন, একথা বাঙ্গালী মাত্রেই স্বীকার করিবেন; আমরাও এতদিন এই মহাত্মার জীবন-চরিত দেখিবার আগ্রহে ছিলাম; শ্রীযুক্ত জ্ঞানানন্দ রায় চৌধুরী মহাশয় আমাদের যে আগ্রহ পূর্ণ করিয়াছেন; তিনি সার গুরুদাসের জীবনের অবশ্য জ্ঞাতব্য অনেক কথারই অবতারণা করিয়াছেন। এই পুস্তকখানি পাঠ করিলে সার গুরুদাসের বাল্যজীবন, কার্য্যকুশলতার পরিচয়, গাহস্থ্য জীবন ও প্রকৃতির পরিচয় অবগত হইতে পারা যায়।"

৪। **প্রবাসী**। সন ১৩৩১ মাঘ :—"এই পুস্তকে স্বর্গীয় গুরু-

দাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবন-চরিত লিখিত হইয়াছে। লেখক শ্রদ্ধার সহিত গুরুদাস বাবুর জীবনের বহুসংবাদ সংগ্রহ করিয়া তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও বিশেষত্ব পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন।"

৫। **মাননীয় বিচারপতি মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়ঃ**—"পূজনীয় গুরুদাস" পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়া আপনি আমাদিগের বিশেষ কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন, অধিকন্তু দেশের একটি প্রধান হিতকর কার্য্য করিয়াছেন। আপনি এ বিষয়ে যত্নবান না হইলে অনেক মূল্যবান বস্তু বিনষ্ট বা লুপ্ত হইয়া যাইত। + × + +"

৬। **বেনারস হিন্দু-ইউনিভারসিটির রেজেষ্টার লিখিয়াছেন ঃ**—"আপনার "পূজনীয় গুরুদাস" পুস্তকখানি আত্মন্ত পাঠ করিলাম। পুস্তকখানিতে অনেক শিখিবার আছে আশা করি প্রত্যেক স্কুল ও কলেজের ছাত্র এ পুস্তকখানি পড়িবে এবং প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙ্গালীর ঘরে এ গ্রন্থ স্থান পাইবে। পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমি নিজে যে আনন্দ লাভ করিয়াছি এবং উপকৃত হইয়াছি সে কথা লেখা বাহুল্য।"

৭। **Approved as prize and library book vide Notification no 6 T. B. dated 15th December 1925, Education Department Bengal.**

উচ্ছ্বাস পঞ্চক সমন্ধে
সংক্ষিপ্ত অভিমত ঃ—

(১) পণ্ডিত জানকী নাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ, বি এল ঃ—

আমি জ্ঞানবাবুর উচ্ছ্বাস পঞ্চক পাণ্ডুলিপির অবস্থায় পাঠ করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম। তাহা এক্ষণে মুদ্রাঙ্কিত নিরীক্ষ করিয়া আরও আহ্লাদিত হইলাম। ইহা যথার্থই বিমল কোমল হিন্দু হৃদয়ের উচ্ছ্বাস। ইহাতে অনেক সনাতন বস্তু নবভাবে বিকশিত হইয়াছে। দুই এক স্থলে তন্ত্রের নিগুঢ় রহস্য স্পর্শ করা হইয়াছে। ভাব ও ভাষা সাধারণতঃ মধুর ও প্রাঞ্জল। আর্য্য হৃদয় পুরুষ-পরম্পরাক্রমে এইসুরে বাঁধা, অতএব উচ্ছ্বাস পঞ্চক কখনই অরণ্যে রোদন হইবে না।

(২) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপসাদ শাস্ত্রী এম, এ; সি, আই, ই ঃ—

শ্রীযুক্ত বাবু জ্ঞানানন্দ রায়-চৌধুরী মহাশয়ের লেখা উচ্ছ্বাসপঞ্চক নামে বই খানি পড়িলাম। পাঁচটি উচ্ছ্বাসের সমষ্টির নাম উচ্ছ্বাসপঞ্চক। পাঁচটিই ভারতবাসীর উচ্ছ্বাস, হিন্দুর উচ্ছ্বাস, ব্রাহ্মণের উচ্ছ্বাস। প্রত্যেক উচ্ছ্বাসেই গভীর কথা, তত্ত্বের কথা, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কথা, ইহকাল পরকালের কথা, সংক্ষেপে পরিষ্কার ভাবে এবং গম্ভীর ভাবে লেখা হইয়াছে। ভাষাটি সরল ও প্রাঞ্জল। ভরসা করি, পাঠকের মনেও নানা উচ্ছ্বাসের উদয় হইবে।